বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৩-২০১৪

মানব মুক্তি সংস্থা (এমএমএস)

মানব মুক্তি সংস্থা (এমএমএস)

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৩-২০১৪

সম্পাদনায়ঃ

মোঃ হাবিব উল্লাহ বাহার, পরিচালক

প্রস্তুতকরণেঃ

এসএম আমির হোসাইন, উপ-পরিচালক

তথ্য বিশ্লেষন ও উপস্থাপন

মোঃ খায়রুল ইসলাম, মনিটরিং এন্ড ইভালুয়েশন ম্যানেজার

ছবি সরবরাহ

প্রকল্প প্রধানগণ, এমএমএস

সার্বিক সহযোগিতায়

প্রকল্প প্রধানগণ, এমএমএস

মুদ্রণেঃ

মোঃ মোতাহের হোসেন, ম্যানেজার এডমিন

প্রকাশকালঃ সেপ্টেম্বর ২০১৪

স্বত্বাধিকারী

মানব মুক্তি সংস্থা (এমএমএস)
খাসবড়শিমুল, বঙ্গবন্ধুসেতু পশ্চিম সাব
সিরাজগঞ্জ সদর, সিরাজগঞ্জ।

শব্দ সংক্ষেপ

CLP	: Chars Livelihoods Programme
WFP	: World Food Programme
PKSF	: Palli Karmo Shoahayak Foundation
CUB	: Concern Universal Bangaldesh
IRRI	: International Rice Reaserch Institute
GoB	: Bangladesh Government
ASF	: Acid Survivors Foundation
PAB	: Practical Action- Bangladesh
HIS	: Inclusive Home Solution Ltd.
EU	: European Union
SDLG	: Strengthening Democratic Local Governance
AOC	: Amar Odhikar Campaign
MMS	: Manab Mukti Sangstha
VDC	: Village Development Committee
CPK	: Char Pusti Karmi
CSK	: Char Shastha Karmi
CBO	: Community Based Organization

যোগাযোগের ঠিকানা	
মোঃ হাবিবউল্লাহ বাহার পরিচালক মোবাইলঃ ০১৭১৩০০২৮৫০ ইমেইলঃ hbaharmms@gmail.com	এসএম আমির হোসাইন উপ-পরিচালক, মোবাইল ০১৭৩৩৭১৩৭৯০ ইমেইলঃ amir.hossainbd@yahoo.com

অফিসের ঠিকানা	
১. প্রধান কার্যালয়ঃ গ্রামঃ খাষবড়শিমুল, পোষ্টঃ বঙ্গবন্ধুসেতু পশ্চিম সাব, সিরাজগঞ্জ সদর সিরাজগঞ্জ।	২. লিয়াজো অফিস ঃ ফ্লাট নং ৫-বি, বাড়ী নং ৭২, রোড নং ৩, জনতা কো-অপারেটিভ হাউজিং লিঃ রিংরোড, শ্যামলী, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭

আইনগত ভিত্তি/সনদ

ক্রঃ নং	নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ	নিবন্ধন নং	তারিখ	নবায়নের সময়সীমা
১.	সমাজ সেবা অধিদপ্তর	সিরাজ ১৩৫(২৯১)/৮৫	১৪/১২/১৯৮৫ ইং	প্রযোজ্য নহে
২.	এনজিও বিষয়ক ব্যুরো	এফডিআর-৩৪৪	২৮/০১/ ১৯৯০	২৭/০১/২০২০
৩.	সোসাইটি এ্যাক্ট	এস-৩০৩৩ (৫৪৬)/২০০২	৩১/১২/২০০২	৩১/১২/২০১৭
৪.	পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর	ডিএফপি-২৮৮	২৪/০৭/২০০৮	প্রক্রিয়াধীন

সভাপতির শুভেচ্ছা বানী

মানব মুক্তি সংস্থা ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করতে যাচ্ছে শুনে আমি আনন্দিত। ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরটি মানব মুক্তি সংস্থার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যপূর্ণ ছিল। এ বছরই মানব মুক্তি সংস্থা ৩০ বছর পূর্তি উদ্‌যাপন করেছে, জেলা প্রশাসক, সিরাজগঞ্জ কর্তৃক মাটি ও মানুষের সংস্থা হিসেবে স্বিকৃতী লাভ, ড্যান চার্জ এইড এর সাথে আনুষ্ঠানিক সম্পর্ক স্থাপন, তিনটি নতুন প্রকল্পের কাজ শুরু, বগুড়া জেলায় সংস্থার কর্মএলাকা সম্প্রাসারণ এসব কিছু প্রমান করে ৩০ বছর পূর্বে যে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে নিয়ে সংস্থা চৌহালির রেহাইমন্ডলভোগ গ্রাম হতে পথ চলা শুরু করেছিল আজ তা আর স্বপ্ন নয় বরং পরিস্থিতির আলোকে প্রসারিত। সুবিধাবঞ্চিত চরাঞ্চলের হতদরিদ্র ও দরিদ্র পরিবারের স্বাস্থ্য সেবা, শিক্ষা, পুষ্টি সহায়তা, নারীর ক্ষমতায়ন, দূর্যোগ মোকাবিলায় সক্ষমতা সৃষ্টি, কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, বাজার ব্যবস্থাপনা সম্প্রাসারণ, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উন্নয়নে সংস্থা কর্মএলাকা তথা বাংলাদেশে উদাহরণ সৃষ্টি করেছে। সংস্থার এই সাফল্যে আমরা ধন্যবাদ জানাচ্ছি সকল দাতা প্রতিষ্ঠান, স্টেকহোল্ডার, সংস্থার ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ, কর্মীবৃন্দ সর্বপরি উপকারভোগীদের যাদের চেষ্টা, পরিশ্রম, আন্তরিকতায় এ সাফল্য অর্জন করা সম্ভব হয়েছে।

আমি বিশ্বাস করি দাতা প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতা অব্যহত থাকলে এবং সংস্থার প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি ও প্রক্রিয়া অব্যহত থাকলে খুব দ্রুতই সংস্থা আরো বেশি কর্মএলাকায় বিস্তৃতির মাধ্যমে আরো বেশি সংখ্যক হতদরিদ্র ও হতদরিদ্র পরিবারের মুখে হাসি ফুটাবে।

আমি সকলের সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করছি এবং মানব মুক্তি সংস্থার প্রসারে সকলের সহেযাগিতা প্রার্থনা করছি।

নিয়াজী সুলতানা

০৫ সেপ্টেম্বর, ২০১৪

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়	*সংস্থার ক্রমবিকাশ*	*০৮*
	সংস্থার ভিশন, মিশন, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে	*০৮-০৯*
	কর্মএলাকা, উপকারভোগী ও কর্মীর সংখ্যা	*০৯-১০*
	স্টেকহোল্ডারস্	*১০*
	সংস্থার বিশেষত্ব	*১১-১২*
	উল্লেখযোগ্য অর্জনসমুহ	*১৩*
	সিদ্ধান্ত গ্রহন প্রক্রিয়া ও তহবিল ব্যবস্থাপনা	*১৪-১৫*
	সহযোগী দাতা প্রতিষ্ঠান ও নেটওয়ার্ক	*১৬*
দ্বিতীয় অধ্যায়	*জলবায়ু পরিবর্তন ও দূর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস*	*১৮-১৯*
	শিশু সুরক্ষা ও শিক্ষা	*১৯*
	স্বাস্থ্য ও পুষ্টি কার্যক্রম	*২০-২১*
	নারীর ক্ষমতায়ন	*২১-২২*
	কৃষি, পশু ও আয়বৃদ্ধি	*২৩-২৪*
	স্থানীয় সরকার ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা	*২৫-২৬*
	নেটওয়ার্ক ও এডভোকেসী	*২৬*
	সাংগঠনিক উন্নয়ন ও প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা	*২৭-২৮*
তৃতীয় অধ্যায়	*চলমান কর্মসূচীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ*	*৩০-৩৫*
চতুর্থ অধ্যায়	*চ্যালেঞ্জ ও সবল দিক*	*৩৮*
	স্মরনীয় স্মৃতি	*৩৮*
	টিকে থাকার কৌশল ও শিক্ষনীয় বিষয়	*৩৮-৩৯*
	আর্থিক বিবরণী	*৪০-৪১*
	উপসংহার	*৪২*

সারসংক্ষেপ

প্রতিষ্ঠার পর হতে অনেক চড়াই উৎড়াই পার হয়ে মানব মুক্তি সংস্থা ৩১ বছরে পা রেখেছে। প্রতিবেদন বছর বিভিন্ন কারণে আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। এ বছরে সংস্থার অর্জন যতটাই হোক, ক্রমপুঞ্জিভাবে তা পুঁজি করে সামনে চলার জন্য নিজেদেরকে প্রস্তত করার বিষয়টি আমরা বেশী গুরুত্ব সহকারে দেখতে চাই।

প্রতিবেদনের প্রথম অধ্যায়ে সংস্থার সাধারণ তথ্য, দ্বিতীয় অধ্যায়ে কৌশলগত ইস্যুর আলোকে প্রধান প্রধান অর্জন, তৃতীয় অধ্যায়ে ফলাফলের আলোকে চলমান কর্মসূচীর/প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বিবরণ, চতুর্থ অধ্যায়ে চ্যালেঞ্জ, টিকে থাকার কৌশল, দূর্বল দিক, শিখন এবং আর্থিক বিবরণী দেয়া হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে সংস্থার পটভুমি, ভিশন-মিশন-লক্ষ্য-উদ্দেশ্যে ও নীতিমালা, কর্ম এলাকা, ষ্টেকহোল্ডারের বৈশিষ্ট্য, সংস্থার বিশেষত্ব, প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনা, সাধারণ তহবিল ব্যবস্থাপনা এবং সংস্থার সিদ্ধান্ত গ্রহন প্রক্রিয়াসমুহ উপস্থাপন করা হয়েছে। প্রতিবেদনে মানব মুক্তি সংস্থাকে ভিন্নভাবে উপস্থাপন করার চেষ্টা করা হয়েছে। সংস্থার কৌশলগত (৫ বছর মেয়াদী) পরিকল্পনার প্রধান ৮ টি কৌশলগত ইস্যু সামনে রেখে সকল কর্মসুচী প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা হয়। উক্ত কৌশলগত ইস্যুসমুহ যথা- 'জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ ঝুকি হ্রাস, শিশু সুরক্ষা ও শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি, নারীর ক্ষমতায়ন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি-আয়বৃদ্ধি ও খাদ্য নিরাপত্তা, স্থানীয় সরকার ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা, পলিসি এডভোকেসী ও নেটওয়ার্কিং, তৃণমূল সংগঠন উন্নয়ন ও সংস্থার প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি'র আলোকে প্রধান প্রধান কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও তার ফলাফলের বিবরণ এই অধ্যায়ে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে, চলমান কর্মসূচীর (২০টি) সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে অর্জিত ফলাফল এবং স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দাতা প্রতিষ্ঠানের তথ্যাবলী উপস্থাপন করা হয়েছে।

এ বছরে ৩টি নুতন প্রকল্প শুরু হয়েছে এবং ড্যানচার্জ এইড এর সাথে নতুন করে সম্পর্ক উন্নয়নের ফলে দক্ষতা উন্নয়নের পদক্ষেপ গ্রহন করা হয়েছে । পাশাপাশি ৩ টি প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হয়েছে। শুভাকাঙ্খী, বন্ধু প্রতিষ্ঠান ও উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠানসমুহের সহেযোগীতায় শীত বস্ত্র বিতরণ ও অসহায় দরিদ্র পরিবারে আর্থিক অনুদান বিতরণ করা হয়েছে। সংস্থার কর্মসূচী বগুড়া জেলার ৫ টি উপজেলা ও ১ টি পৌরসভায় সম্প্রসারণ করা হয়েছে।

সংস্থার কার্যক্রম পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, সংস্থার কার্য্যক্রমের ব্যপ্তি ও প্রাথমিক পর্যায়ে ষ্টেকহোল্ডার বেড়েছে। নতুনভাবে ৩ টি পলিসি তৈরী ও কিছু পলিসির মৌলিক পরিবর্তন এবং দাতা প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পর্কের উন্নয়ন হয়েছে। স্থানীয় সরকার ও প্রশাসনের সাথে সম্পের্কের উন্নয়ন এবং সমমনা ও সহযোগী প্রতিষ্ঠান সমুহের সাথে পার্টনারসীপ, নেটওর্য়াক ও সম্পর্কের উন্নয়ন হযেছে। সর্বপরি সংস্থার কার্যক্রমের চাহিদা ও গ্রহনযোগ্যতা বৃদ্ধি পেয়েছে বলে আমাদের বিশ্বাস।

এতদ্বসত্ত্বেও কিছু কিছু ক্ষেত্রে সংস্থার সীমাবদ্ধতা ও দুর্বলতা রয়েছে বলে প্রতিয়মান হয়। কর্মী নিয়োগে নারী পুরুষের সমতা আনায়ন, পলিসি-গাইডলাইন সমুহ প্রয়োগ ও ফলোআপ, স্বাধীন কার্যকর মনিটরিং সেল গঠন, মানব সম্পদ উন্নয়ন সেল শক্তিশালীকরণ এবং ফাইনান্স ও অডিট সেল প্রত্যাশিত মাত্রায় পুনঃগঠন ও কার্যকর করা যায়নি। যেহেতু গ্লোবাল ফান্ড নিম্নগামী হওয়ার সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে এবং মানব মুক্তি সংস্থা এখনও পর্যাপ্ত বৈদেশিক অনুদানের উপর নির্ভশীল, সেহেতু সংস্থার তহবিল বৃদ্ধির বিকল্প উপায় ও নিজস্ব তহবিল গঠনের বিষয়ে যত্নশীল হওয়ার তাগিদ অনুভব করছি।

প্রতিবেদন প্রস্তুত প্রক্রিয়ায় প্রথমে প্রকল্প প্রধানগণ ও কোর ম্যানেজমেন্ট টীম তথ্য-উপাত্ত প্রদানের মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ন ভুমিকা পালন করেছেন, মনিটরিং এন্ড ইভালুয়েশন ম্যানেজার, উপ-পরিচালক প্রতিবেদন লেখার ক্ষেত্রে সক্রিয় অংশগ্রহন করেছেন, সর্বপরি জনাব হাবিবুর রহমান, কনসালটেন্ট প্রতিবেদন প্রস্তুতে মুখ্য ভুমিকা পালন করেছেন। সকলকে সংস্থার পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি । গুরুত্বপূর্ন সিদ্ধান্ত গ্রহন এবং সংস্থার কার্যক্রম অনুমোদন করার ক্ষেত্রে সংস্থার নির্বাহী পরিষদ ও সাধারণ পরিষদের সম্মানিত সভাপতিসহ সকল সদস্যদেরকে কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই। সংস্থার সার্বিক কল্যাণে উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠান, দাতা প্রতিষ্ঠান ও শুভাকাঙ্খী বন্ধু প্রতিষ্ঠানসমুহ বিভিন্নভাবে অবদান রাখার জন্য সংস্থার সকল পর্যায়ের ষ্টেকহোল্ডারগণের পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই। সংস্থার চলার পথে ৩১ বছরের অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা পুঁজি করে সংস্থার প্রসার ও স্থায়ীত্বশীলতা বৃদ্ধি করার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা কামনা করছি। প্রতিবেদনের কোন বিষয়ে পরামর্শ থাকলে অথবা ব্যাখ্যা প্রয়োজন হলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করার জন্য বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি।

মোঃ হাবিব উল্লাহ্ বাহার
পরিচালক

০৫ সেপ্টেম্বর, ২০১৪

প্রথম অধ্যায়

সংস্থা পরিচিতি

সংস্থার ক্রমবিকাশ

সংস্থার ভিশন, মিশন, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে

সংস্থার কর্ম এলাকা, উপকারভোগী ও কর্মীর সংখ্যা

সংস্থার ষ্টেকহোল্ডারের বৈশিষ্ট্য

সংস্থার বিশেষত্ব

উল্লেখযোগ্য অর্জন

সংস্থার সিদ্ধান্ত গ্রহন প্রক্রিয়া

সংস্থার তহবিল ব্যবস্থাপনা

দাতা প্রতিষ্ঠান ও নেটওয়ার্ক

সংস্থার ক্রমবিকাশ ঃ

মানব মুক্তি সংস্থা স্থানীয় পর্যায়ে বেসরকারী উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠান। দরিদ্র, বৈষম্য ও দুর্যোগের প্রভাবমুক্ত সমাজ গঠনের স্বপ্ন নিয়ে বাংলাদেশের সবচেয়ে দূর্যোগ ও দরিদ্রপ্রবণ জনপদ সিরাজগঞ্জ জেলার চৌহালী উপজেলার দূর্গম চরাঞ্চলে **১৫** জানুয়ারী **১৯৮৪** প্রতিষ্ঠা লাভ করে। প্রতিষ্ঠালগ্নে সিরাজগঞ্জের চৌহালী উপজেলায় স্বল্প পরিসরে কাজ শুরু হয়। বর্তমানে সিরাজগঞ্জ, পাবনা, টাঙ্গাইল ও বগুড়া জেলার চরাঞ্চল এবং নদী অববাহিকা অঞ্চলে কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

মানব মুক্তি সংস্থার যমুনা নদীর চর ও নদী অববাহিকা অঞ্চলকে প্রাধান্য দিয়ে কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে যেখানে সড়ক যোগাযোগ, বিদ্যুত, গ্যাস সরবরাহ একেবারেই নেই। নদীর ভাঙ্গন, বন্যা, শৈত প্রবাহ, টর্নেডো, খড়াসহ বিভিন্ন দূর্যোগে প্রতিবছরই এই অঞ্চল একাধিকবার আক্রান্ত হয়, বিপর্যস্ত হয় সর্বস্তরের জনজীবন, ব্যহত হয় উন্নয়নের স্বাভাবিক গতি ধারা। বেলে ও বেলে-দোআশ মাটির কারণে সেচ সুবিধাসহ আধুনিক প্রযুক্তি প্রয়োগ করার সুযোগ না থাকায় চরাঞ্চলে প্রায় ৯০% পরিবার গতানুগতিক কৃষির উপর নির্ভরশীল। এদের মধ্যে অর্ধেকের বেশী পরিবার কায়িক শ্রম বিক্রি কওে জীবিকা নির্বাহ করে। স্থানীয়ভাবে বছরের প্রায় ৭ মাস কাজ না থাকায় কাজের সন্ধানে বিভিন্ন স্থানে যেতে হয় ফলে পরিবারের নারী সদস্যদের নিরাপত্তাহীনতা ও পরিবার পরিচালনায় চাপের মধ্যে নিমজ্জিত থাকে। চরাঞ্চলে মানসম্মত শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, ব্যাংক ব্যবস্থা, পানি ও পয়ঃনিষ্কাষন ব্যবস্থা নেই বললেই চলে। ফলে রোগ বালাই, স্বাস্থ্য হানি, নিরক্ষরতা, দারিদ্রতা জনগণের নিত্য সঙ্গী। এছাড়া নদীভাঙ্গন, নদী সিকস্তি -পয়স্তি জটিলতার কারনে জনগনের বড় একটি অংশের স্বকীয়তা বিপন্ন হয় এবং দিন দিন নিঃস্ব হয়ে পরে। এসকল কারনে কর্মএলাকায় দরিদ্র পরিবারের সংখ্যা এবং দরিদ্রতার প্রচন্ডতা/তীব্রতা বাড়তে থাকে।

প্রাথমিকভাবে সরকারী বেসরকারী পর্যায়ে এলাকার দরিদ্র নারী পুরুষের জীবন যাত্রার মান পরিবর্তনের কোন উদ্যোগ নেয়ার কোন সম্ভবনা দেখা যাচ্ছিল না। এলাকার সর্বস্তরের নারী-পুরুষ আধুনিক উন্নয়নের মূলস্রোতধারার বাহিরে থেকে যাচ্ছিল। এরকম পরিস্থিতিতে সংস্থার বর্তমান নির্বাহী প্রধানের নেতৃত্বে স্থানীয় কিছু নারী পুরুষের যৌথ উদ্দ্যেগে মানব মুক্তি সংস্থা কার্যক্রম শুরু করে। শুরুতে অক্সফ্যাম-জিবি এর আর্থিক ও কারিগরি সহযোগিতায় কার্যক্রম শুরু করা হয়। ধীরে ধীরে অক্সফ্যাম এর পাশাপাশি অন্যান্য আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠান, জাতীয় পর্যায়ে নেটওয়ার্কিং প্রতিষ্ঠানসহ বিভিন্ন দাতা সংস্থা সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে **মানব মুক্তি সংস্থার** প্রসার ও স্থায়ীত্বশীলতায় অবদান রাখছে। দীর্ঘ **৩১** বছরের পথ পরিক্রমায় তৃনমূল পর্যায় থেকে শুরু করে জাতীয় পর্যায়ে দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও চরাঞ্চল উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট মহলে মানব মুক্তি সংস্থার গ্রহনযোগ্যতা বেড়েছে।

সংস্থার ভিশনঃ জলবায়ু পরিবর্তন ও দূর্যোগ মোকাবিলায় সক্ষম এবং সামাজিক বৈষম্য ও দারিদ্রমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠা।

সংস্থার মিশন স্টেটমেন্টঃ মানব মুক্তি সংস্থা একটি স্বেচ্ছাসেবী উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান যা দারিদ্রতা দূরীকরণ ও টেকসই সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। সংস্থা সমন্বিত কর্মসূচির মাধ্যমে সচেতনতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি, স্থানীয় সরকারের সক্ষমতা ও অবকাঠামো উন্নয়ন, জলবায়ু পরিবর্তন ও দূর্যোগের ঝুঁকি হ্রাস, উন্নত কৃষি প্রযুক্তি হস্তান্তর ও ব্যবহার, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ, জেন্ডার সমতা ও নারীর ক্ষমতায়ন, মা ও শিশুস্বাস্থ্য রক্ষা, জীবন ও জীবিকার মান উন্নয়ন এবং প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা উন্নয়নে কাজ করছে। সংস্থা দুর্গম ও প্রত্যন্ত এলাকার অতিদরিদ্র, দরিদ্র ও পিছিয়ে পড়া প্রান্তিক পরিবার, প্রতিবন্ধী, শিশু, কিশোর ও কিশোরী উন্নয়নে সকল কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সাথে সমন্বয় সাধন, চাহিদার ভিত্তিতে কর্মসূচী বাস্তবায়ন, সাংগঠনিক, প্রাতিষ্ঠানিক ও অর্থনৈতিক সক্ষমতা বৃদ্ধি, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার নীতি অনুসরণের মাধ্যমে লক্ষিত জনগোষ্ঠী, দাতা সংস্থা, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে বিভিন্ন ষ্টেকহোল্ডারদের গ্রহনযোগ্যতা ও সহযোগীতার মাধ্যমে গতিশীল উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।

কর্মসূচীর ধরণ অনুযায়ী ষ্টেকহোল্ডারের ভিন্নতা রয়েছে। তবে সকল বয়সের ও সকল শ্রেণি-পেশার নারী পুরুষের সংস্থার কার্যক্রমে আওতাভূক্ত হওয়ার সুযোগ রয়েছে। ব্যবস্থাপনা পর্ষদের কল্যাণমুখী চিন্তা, সঠিক নেতৃত্ব, কর্মীদের লাগসই যোগ্যতা ও দক্ষতা সংস্থার প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন এবং লক্ষিত জনগোষ্ঠীর চাহিদা ভিত্তিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা রাখছে। সংস্থার প্রচলিত সংস্কৃতি ও মুল্যবোধচর্চায় প্রতিনিয়ত ধারনা বিনিময় অব্যহত আছে। মানব মুক্তি সংস্থা বিদ্যমান কর্মসুচী বাস্তবায়ন এবং ভবিষ্যৎ কর্মকৌশল নির্ধারণে যে কোন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় অঙ্গীকারাবদ্ধ।

সংস্থার লক্ষ্য

তৃণমূল পর্যায়ে সাংগঠনিক সক্ষমতা বৃদ্ধি, জলবায়ু পরিবর্তন ও দূর্যোগের প্রভাব মোকাবেলা সক্ষমতা অর্জন, মৌলিক চাহিদাপূরণ, নারীর ক্ষমতায়ন এবং আর্থসামাজিক উন্নয়নের মাধ্যমে দারিদ্র ও বৈষম্যমুক্ত সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলা।

সংস্থার সুর্নিদিষ্ট উদ্দেশ্যঃ

- ✓ দূর্যোগের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা এবং জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সর্বস্তরের মানুষের ক্ষয়ক্ষতি হ্রাস।
- ✓ আধুনিক প্রযুক্তি বিষয়ে তৃণমূল পর্যায়ে কৃষকের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও জলবায়ু সহনশীল ফসল উৎপাদনে কারিগরী সহায়তা প্রদান।
- ✓ শিশু অধিকার নিশ্চিতকরণ, সর্বজনীন শিক্ষা কর্মসূচীর আওতায় কর্মএলাকায় সাক্ষরতার হার বৃদ্ধি ও মানসম্মত শিক্ষা সেবা ত্বরান্বিত
- ✓ কমিউনিটি পর্যায়ে জনস্বাস্থ্য, পুষ্টি ও স্বাস্থ্য এবং নিরাপদ পানি ও পয়ঃনিস্কাশন ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ।
- ✓ নারীর প্রতি সহিংসতারোধ ও নারী-পুরুষের বৈষম্য কমিয়ে আনার মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন এবং উন্নয়ন কর্মকান্ডে নারীদের অংশগ্রহন নিশ্চিতকরণ।
- ✓ ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, প্রতিবন্ধী, প্রবীণ, এসিডদগ্ধ ব্যক্তিসহ সমাজের অবহেলিত মানুষের অধিকার সুরক্ষা, স্থানীয় সম্পদে প্রবেশাধিকার এবং উন্নয়নে অংশগ্রহনসহ অধিকার প্রতিষ্ঠা ও উন্নয়ন সহায়তা প্রদান।
- ✓ চরাঞ্চলের চাহিদা ভিত্তিক কুটির শিল্প, হস্তশিল্প ও তাঁত শিল্পের উন্নয়ন এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের বিশেষ করে নারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি।
- ✓ স্থানীয় পর্যায়ে সম্পদ সমাবেশীকরণ এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে লক্ষিত নারী-পুরুষের আত্মনির্ভরশীলতা অর্জনে সহায়তা।
- ✓ অধিকার প্রতিষ্ঠা, স্থানীয় সম্পদে প্রবেশিধাকার ও জনগণের অংশগ্রহনসহ সকল স্তরের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা।
- ✓ তৃণমূল পর্যায়ে সাংগঠনিক উন্নয়ন, নেতৃত্বের বিকাশ ও প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি।

সংস্থার কর্ম এলাকাঃ

মানব মুক্তি সংস্থা সিরাজগঞ্জ, টাংগাইল, পাবনা ও বগুড়া জেলায় কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। কর্মএলকার ৪টি জেলার ২০টি উপজেলার মধ্যে ১৩ টি উপজেলা সরাসরি যমুনা নদীর চর, নদী অববাহিকা অঞ্চল ও বাংলাদেশের বিখ্যাত চলনবিলের অংশ। অর্থাৎ দেশের সবচেয়ে দূর্যোগ ও দরিদ্রপ্রবণ অঞ্চল সমুহের মধ্যে অন্যতম। এরমধ্যে যমুনা নদী অধুষিত ১২টি উপজেলার অধিকাংশ পরিবার জীবনে একাধিকবার নদীভাঙ্গন এবং বন্যায় আক্রান্ত হয়েছে। চরাঞ্চলের মৌলিক সুবিধা যেমন স্বাস্থ্য, শিক্ষা, চিকিৎসা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান সমুহের সেবা নেই বললেই চলে। চরাঞ্চলে সড়ক যোগাযোগ, বিদ্যুৎ সংযোগ, গ্যাস সরবরাহ একেবারেই নেই। বিভিন্ন প্রতিকুল পরিবেশের কারনে সরকারী বেসরকারী বিশেষ কোন কার্যকরী উদ্দ্যোগ নেওয়া হয় নাই। ফলে দেশের অন্যান্য এলাকার সাথে তুলনা করলে স্বাভাবিক উন্নয়ন ধারায় এসব এলাকা সম্পৃক্ত হতে পারছেনা বলে প্রতিয়মান হচ্ছে। ভৌগলিকভাবে চরাঞ্চলগুলো বিচ্ছিন্ন এবং প্রশাসনিক জটিলতার কারনে সরকারের গৃহিত জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনার সুফল পাচ্ছে না । এ প্রেক্ষিতে এ এলাকায় বেসরকারীভাবে উন্নয়ন সহযোগিতা অপরিহার্য্য হয়ে পড়েছে।

এক নজরে কর্ম এলাকাঃ *টেবিল-১*

বিবরণ	সংখ্যা	জেলা ভিত্তিক সংখ্যা			
জেলা	০৪ টি	সিরাজগঞ্জ	পাবনা	টাংগাইল	বগুড়া
উপজেলা	২০ টি	৯	১	৪	৬
পৌরসভা	০৫ টি	৪	০	০	১
ইউনিয়ন	১০০ টি	৭০	৪	১০	১৬

প্রত্যক্ষ উপকারভোগীঃ

টেবিল-২

মোট উপকারভোগী পরিবার			শিক্ষা প্রতিষ্ঠান			উপকারভোগীর সংখ্যা			স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান		
নারী-প্রধান	পুরুষ প্রধান	শিশু প্রধান	মোট	ছাত্রী	ছাত্র	নারী	পুরুষ	শিশু	ইউনিয়ন পরিষদ	উপজেলা পরিষদ	পৌরসভা
১১০২৫৯	৪৯৪৬৩	৬৭	৫১ টি	২৫৮৭	২৫৬৮	৫২৯২৪৩	২৩৭৪২২	৩২১	৭৫ টি	৫ টি	৫ টি
মোটঃ ১৫৯৭৮৯				মোটঃ ৫১৫৫		মোটঃ ৭৬৬৯৮৬					

মোট কর্মীর সংখ্যা ঃ ৫১৮ জন (নারী ১৮৫ জন ও পুরুষ ৩৩৩ জন)

টেবিলঃ ৩

বিবরণ	নারী	পুরুষ	মোট
নিয়মিত কর্মী	২৭	৮০	১০৭
চুক্তি ভিত্তিক কর্মী	১৫৮	২৫৩	৪১১
স্বেচ্ছাসেবক	১২৯	৪৪৯	৫৭৮

টেকনিক্যাল ষ্টাফঃ ৬৬ জন (কৃষিবিদ-৯, ডিভিএম ৮, কৃষি ডিপ্লোমা-২৫, সিভিল ইঞ্জিনিয়ার- ২০, প্যারামেডিকস-৪ জন)

সংস্থার ষ্টেকহোল্ডারস ঃ মানব মুক্তি সংস্থা দুই ধরনের স্টেকহোল্ডারদের সাথে নিয়ে কাজ করে থাকে।

১. প্রাইমারী স্টেকহোল্ডার

২. সেকেন্ডারী স্টেকহোল্ডার

প্রাইমারী স্টেকহোল্ডার ঃ

১. **হতদরিদ্র পরিবারঃ** যে সকল পরিবারের নিয়মিত আয়ের উৎস্য ও উপার্জনাক্ষম ব্যাক্তি নাই, পরিবার পরিচালনায় অন্যের সাহায্য নিতে হয়, উৎপাদনশীল সম্পদ - নিজস্ব আবাদী জমি বা গরু নাই। দরিদ্র নারী প্রধান পরিবার, চির রুগ্ন, প্রতিবন্ধী, অসহায়-বয়স্ক, পরিবারে অধিক সদস্য সংখ্যা কিন্তু উপার্জনাক্ষম সদস্যের সংখ্যা কম, এসকল পরিবার এর আওতায়ভুক্ত।

২. **দিন মজুর ও দরিদ্র পরিবার ঃ** 'কায়িক শ্রম বিক্রয় যে সকল পরিবারের প্রধান আয়ের উৎস' তারা এই বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। যারা বছরের বেশীর ভাগ সময় দিন মজুর হিসেবে কাজ করে অর্থ উপার্জন করেন যেমন-কৃষি শ্রমিক, তাঁত শ্রমিক, রিকসা চালক, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী (যারা কোন কর্মচারী ছাড়াই নিজে ব্যবসা পরিচালনা করেন), দরিদ্র মৎস্যজীবি (যারা নিজে একা একা নৌকা দিয়ে মাছ ধরে বা দিন ঠিকা মাছ ধরে) এমন পরিবার এই বৈশিষ্ট্যের আওতাভুক্ত।

৩. **ক্ষুদ্র জাতি সত্ত্বা ও সুবিধা বঞ্চিত জনগোষ্ঠী ঃ** আদিবাসী, ধর্মীয় সংখ্যা লঘু জনগোষ্ঠী সম্প্রাদয় (হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্টান) ও দলিত জনগোষ্ঠী (ধোপা, মুচি, নাপিত, ডোম, চাড়াল, ঝাড়ুদার)।

৪. **বিশেষায়িত দক্ষ জনগোষ্ঠী ও প্রান্তিক পর্যায়ের পরিবার ঃ** কর্ম এলাকার বিশেষায়িত দক্ষ, মাঝারি ও ক্ষুদ্রতাতী পরিবার যারা সংস্থার কর্ম এলাকার উল্লেখযোগ্য অংশ, বর্গাচাষী, প্রান্তিক চাষী, ক্ষুদ্র ও মাঝারী ব্যবসায়ী , গামেন্টস শ্রমজীবি, বেসরকারী বা আধা-সরকারী প্রতিষ্ঠানের সাপোর্ট ষ্টাফ-যারা কখনও কখনও কায়িকশ্রম বিক্রি করে আয় করে জীবিকা নির্বাহ করে এবং বছর শেষে যাদের সঞ্চয় বা বিনিয়োগ করার সুযোগ কম থাকে তারা এই বৈশিষ্টের আওতাভুক্ত।

৫. **ক্ষুদ্র ও মাঝারী উদ্যোক্তা এবং বিশেষ সেবাপ্রদানকারীগণঃ** ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা পরিবার, উৎপাদক দল, বাজার ব্যবস্থাপনার সাথে সম্পৃক্ত ব্যবসায়ী এবং বিশেষ সেবা প্রদান কারী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানসমুহ এই বৈশিষ্ট্যের আওতাভুক্ত।

৬. **স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান সমুহের প্রতিনিধিবৃন্দ ঃ** কর্ম এলাকার স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমুহ (ইউনিয়ন পরিষদ, পৌড়সভা, উপজেলা পরিষদের প্রতিনিধিবৃন্দ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (নির্বাচিত প্রাথমিক বিদ্যালয়), প্রকল্পের আওতায় গড়ে ওঠা বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠান সমুহের প্রতিনিধিগণ এ বৈশিষ্টের আওতাভুক্ত। সিবিও, নাগরিক সমাজ, সুশীল সমাজ, গ্রাম উন্নয়ন কমিটি, নারী নির্যাতন প্রতিরোধ এলাইয়েন্স সহ বিভিন্ন নামে যারা সংস্থার প্রকল্প ব্যবস্থাপনায়, এ্যাডভোকেসী, প্রচারাভিযান ও স্থানীয় সমস্যা সমাধানে অবদান রাখেন। এছাড়াও কর্ম এলকার গণ্যমান্য ব্যাক্তিবর্গ, সামাজিক প্রতিষ্ঠান সমুহের প্রতিনিধিবৃন্দ, যারা সমাজ ব্যবস্থা তথা সামাজিক উন্নয়নে ভুমিকা রাখেন। সাধারণতঃ সমাজে সুশাসন প্রতিষ্ঠা, নারী নির্যাতন বন্ধ, সামাজিক দ্বন্দ নিরসনসহ যারা সমাজের সাধারণ সমস্যা এমনকি পারিবারিক সমস্যা সমাধানের জন্য স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে কাজ করেন এ বৈশিষ্টের আওতাভুক্ত।

সেকেন্ডারী স্টেকহোল্ডার ঃ

১. ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা, উপজেলা পরিষদের সদস্যবৃন্দ

২. স্থানীয় উপজেলা ও জেলা প্রশাসন

৩. উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠানের সদস্যবৃন্দ
৪. দাতা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিবৃন্দ
৫. নেটওয়ার্ক ও জোটের প্রতিনিধিবৃন্দ
৬. সংস্থার সাধারণ ও নির্বাহী পরিষদের সদস্য ও কর্মরত কর্মীবৃন্দ
৭. সুশীল সমাজের প্রতিনিধি ও সর্বস্তরের জনগণ

সংস্থার বিশেষত্ব ঃ

চরাঞ্চল কেন্দ্রিক প্রতিষ্ঠান ঃ মানব মুক্তি সংস্থা দুর্গম চরাঞ্চল বাসীদের নিয়ে তাদের দুঃখ দুর্দশা লাঘবের জন্য কার্যক্রম শুরু করে। মৌলিক চাহিদা, চরাঞ্চল কেন্দ্রীক দূর্যোগ জনিত সমস্যা, সমাধানের লক্ষ্যে চাহিদা নিরুপন, কর্মসুচী চিহ্নিতকরণ, পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করে থাকে। নদী ভাঙ্গন, নদী সিকস্তি-পয়েস্তি জনিত সমস্যার কারনে নিজস্ব স্বকীয়তা বঞ্চিত এবং চরাঞ্চল কেন্দ্রিক বিশেষ সমস্যা জরিত পরিবারসমুহ নিয়ে কাজ করে। চরাঞ্চলের কমিউনিটির সাথে সার্বিক যোগাযোগ, সমন্বয়, কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও ফলোআপ নিশ্চিত করার জন্য চর ভিত্তিক অফিস ও থাকার ব্যবস্থা রয়েছে।

জলবায়ু পরিবর্তন-দুর্যোগে ঝুঁকি.হ্রাস ও দূর্যোগ সাড়া দেয়ার বিশেষ দক্ষতাঃ সংস্থা যেহেতু দূর্যোগপ্রবন এলাকায় কাজ করে এবং দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়টি সংস্থার মুল স্রোতধারায় সন্নিবেশিত করা হয়েছে সেহেতু সংস্থার শুরু থেকেই প্রতিটি কার্যক্রম বাস্তবায়নে দূর্যোগ প্রস্তুতি, দূর্যোগ ঝুঁকি.হ্রাস বিষয়ক কার্যক্রম সামনে রেখে সার্বিক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে। বিগত দশক থেকে জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন বিষয়ক কার্যক্রম গুরুত্বের সাথে বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে । সংস্থার সকল প্রকল্পের কার্যক্রম পরিকল্পনা প্রনয়ণের সময় সম্ভাব্য এলাকা ভিত্তিক দূর্যোগের বিষয়টি বিবেচনা করা হয়। সংস্থা পর্যায়ে দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক সম্ভাব্য পরিকল্পনা প্রনয়ণ এবং পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য তহবিল সংগ্রহ ও প্রয়োজনীয় উপকরণ মজুদ করা হয়। কর্ম এলাকায় সংগঠিত সকল প্রকার দূর্যোগে সাড়া দেওয়ার ক্ষেত্রে সংস্থা অগ্রণী ভুমিকা পালন করে। কর্ম এলাকার বাহিরে বিভিন্ন এলাকার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের চাহিদা অনুযায়ী দক্ষ কর্মীর সাহায্যে দূর্যোগের আক্রান্ত নারী পুরুষের জন্য ত্রান ও পুর্ণবাসন কার্যক্রমে অংশগ্রহনের অভিজ্ঞতা রয়েছে। এ ছাড়া অক্সফ্যাম এর আন্তর্জাতিক টীমের সদস্য হিসেবে বাংলাদেশ সিডর আক্রান্ত এলাকায় কাজে সংস্থার পরিচালক সহ কর্মীগণ অংশগ্রহন করেন এবং এ্যকশন এইড শ্রীলঙ্কা টীমে অংশগ্রহন করে সুনামী পরবর্তী ত্রান ও পুনর্বাসন কার্যক্রম অংশ গ্রহন করার অভিজ্ঞতা রয়েছে। স্থানীয় পর্যায়ে গ্রাম কমিটি থেকে শুরু করে জেলা পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি সমুহে সংস্থার সদস্যপদ রয়েছে। জাতীয় পর্যায়ে বাংলাদেশ ডিজাষ্টার প্রিপেয়ার্ডনেস প্রোগ্রাম (বিডিপিসি), বাংলাদেশ ডিজাষ্টার ফোরাম, নিরাপদ ফোরামসহ জাতীয় পর্যায়ের বিভিন্ন নেটওয়ার্ক বা ইনিশিয়েটিভ এর সদস্যভুক্ত।

জরুরী মজুদকেন্দ্র

হতদরিদ্র ও সুবিধা বঞ্চিত পরিবার সমুহের সাথে কাজ করার দক্ষতাঃ কর্ম এলাকার অসহায় হতদরিদ্র পরিবারদেরকে অগ্রাধিকার দিয়েএবং তাদের অংশগ্রহনের মাধ্যমেই অসহায় পরিবারের তালিকা প্রনয়ণ ও তাদের সাথে কাজ করার বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়ে থাকে। সংস্থার কর্মএলাকার অসহায় ও অতিদরিদ্র পারিবারের তালিকায় রয়েছে - প্রতিবন্ধী, অসহায় বয়স্ক, নারী প্রধান পরিবার, শিশু প্রধান পরিবার, এসিড দগ্ধ, চিররুগ্ন পরিবারের সাথে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কাজ করা হয়।

সুশাসন প্রতিষ্ঠায় অবদান রাখাঃ সংস্থা কর্ম এলাকায় স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান সমুহের সাথে সরাসরি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। বিশেষ কওে রিওপা, এসডিএলজি ও পিআরএডিজি প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যেমে ইউনিয়ন পরিষদের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ন

ভুমিকা পালন করা হয়। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান সমুহের কাজের গতিশীলতা ও গুনগত মান বৃদ্ধি এবং জেন্ডার বৈশম্য কমিয়ে আনার লক্ষে নির্বাচিত নারী সদস্যদের ক্ষমতায়নের মাধ্যমে কর্মএলকার সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সংস্থা অবদান রেখে যাচ্ছে। যার ফলে ইউনিয়ন পরিষদের সাথে সাধারণ মানুষের প্রবেশগম্যতা এবং সর্বস্তরের মানুষের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি পেয়েছে । কর্মএলাকার ইউনিয়ন পরিষদ সমুহের ওয়ার্ড সভা, উন্মুক্ত বাজেট প্রকাশ, ট্যাক্স আদায় বৃদ্ধি, ট্যাক্স এর টাকায় জনগণের চাহিদা অনুযায়ী প্রকল্প গ্রহন ও বাস্তবায়নের প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে। একই সাথে স্ট্যান্ডিং কমিটি সক্রিয় ভুমিকা পালন করছে। বর্তমানে স্থানীয় সরকার নির্ধারিত কাজের পাশাপাশি অন্যান্য সরকারী ও বেসরকারী কাজের গুনগত মান বৃদ্ধির জন্য মনিটরিং করছে।

নিজস্ব তহবিল গঠন ও প্রতিষ্ঠানিক স্থায়ীত্বশীলতাঃ সংস্থা বর্তমানে নিজস্ব তহবিল ও সম্পদের ক্ষেত্রে ইতিবাচক অবস্থানে রয়েছে। প্রকল্পের ধরণ ও দাতা প্রতিষ্ঠানের চাহিদা ও প্রয়োজন অনুযায়ী প্রকল্প বাস্তবায়নে সংস্থা তার নিজস্ব তহবিল হতে আর্থিক ও বিভিন্ন উপকরণ দিয়ে সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। কাজের মাধ্যমে দাতা ও সহযোগী প্রতিষ্ঠান সমুহের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখছে, তহবিল সমাবেশীকরণের ক্ষেত্রে কোন প্রতিকুল পরিবেশ তৈরি হলে, সংকট সৃষ্টি হলে কিংবা বৈদশিক অনুদান কমে গেলে সংস্থার বিস্তৃতি ও প্রসার লাভের গতিধারা নিম্নগামী হবে না।

স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার নীতি অনুসরণঃ সর্বস্তরে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার নীতি অনুসরণ করা মানব মুক্তি সংস্থার অন্যতম বিশেষত্ব। সকল ধরনের কার্যক্রম বাস্তবায়নের নিয়মনীতি বাজেট বরাদ্দ সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করা হয়। খরচের প্রক্রিয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট ষ্টেকহোল্ডারদের অংশগ্রহন নিশ্চিত করা হয়। বিশেষ করে, দরিদ্র পরিবারসমুহকে উপকরণ সহায়তা প্রদানে তাদের চাহিদা ও মতামতের গুরুত্ব দেয়া হয়ে থাকে।

নারীর ক্ষমতায়নে অবদান রাখাঃ বিভিন্ন প্রকল্পের সহযোগিতায় মোট ১২২০০ জন নারী অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হয়েছে, নারী উদ্দ্যোক্তা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। মানব মুক্তি সংস্থার কর্ম এলাকায় ৭৮,০০০ হাজার নারী-পুরুষের যাদের মধ্যে রয়েছে ৪৮৯৮৩ নারী, যারা নারী নির্যাতন বন্ধ তথা নারীর ক্ষমতায়নে চেঞ্জমেকার হিসেবে কাজ করছে একই সাথে বিভিন্ন পর্যায়ের কমিটি ও জোটের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে কাজ করছে। 'আমরাই পারি প্রচারাভিযানের' অংশ হিসেবে স্থানীয় ও কেন্দ্রীয় পর্যায়ে কাজ করে যাচ্ছে। নারী নেতৃত্বের উন্নয়ন স্থানীয় পর্যায় থেকে শুরু করে উপজেলা, জেলা ও জাতীয় পর্যায়ে যোগসুত্র স্থাপন করার মাধ্যমে রুপান্তরিত নারী নেতৃত্বের বিকাশে সংস্থা কাজ করছে।

প্রতিশ্রুতিশীল কর্মীঃ মানব মুক্তি সংস্থার রয়েছে একদল দক্ষ ও প্রতিশ্রুতিশীল কর্মী বাহিনী। মোট ৫১৮ জন কর্মীর মধ্যে মানব মুক্তি সংস্থায় চাকুরীর গড় অভিজ্ঞতা ১.৯ বছর, এনজিও তে চাকরির গড় অভিজ্ঞতা ৬.৪৮ বছর, গড় বয়স ৩৪ বছর এবং মানব মুক্তি সংস্থায় একের অধিক প্রকল্পে কাজ করেছেন ১৩৬ জন।

চরাঞ্চলে স্বাস্থ্য ও শিক্ষা নিশ্চিতকরণে অবদান রাখাঃ চরাঞ্চলে স্বাস্থ্য সেবা ও শিক্ষা সেবা নিশ্চিত করা হয়েছে। পারিবারিক পর্যায় থেকে শুরু করে নিবির স্বাস্থ্য পরিচর্যা নিশ্চিত করা হয়। স্বাস্থ্য ক্যাম্প পরিচালনা, জটিল রোগীর উন্নত চিকিৎস্যা নিশ্চিত করা হয়ে থাকে।

২০১৩ - ২০১৪ অর্থ বছরে এমএমএস এর অর্জন সমুহের সংক্ষিপ্ত বিবরনঃ

- দূর্যোগমোকাবিলায় কমিউনিটি পর্যায়ে ৪০ টি সিবিও ও পিসিবিএ এর আলোকে উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও সংশ্লিষ্ট সরকারী বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে সমন্বয় করে পরিকল্পনা অনুযায়ী কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।
- অবকাঠামোগত উন্নয়ন (বসতভিটা উচুকরণ, নলকুপ, স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা স্থাপন) এর মাধ্যমে ৩০৫৬ পরিবার বন্যামুক্ত বসতবাড়ীর সুবিধা পেয়েছে। ফলে দুর্যোগের সময় পারিবারিক পর্যায়ে স্বাভাবিক কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে এবং বসতভিটায় আয়বৃদ্ধিমুলক কাযক্রম অব্যাহত আছে।
- বন্যা বীমা প্রকল্পের আওতায় ১৬৬১ টি অসহায় পরিবারের পক্ষে বীমার প্রিমিয়াম দেয়া হয়েছে যার কারনে বন্যা আতঙ্ক থেকে তার মুক্ত থাকতে পারছে।
- আগাম সতর্কতা সঙ্কেত প্রচারের আওতায় ৪৫টি ঝুঁকিপূর্ণ গ্রামে বন্যা পূর্বাভাস প্রচারের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হয়েছে।
- সংস্থা পর্যায়ে দূর্যোগ তহবিল তৈরী ৬,০০,০০০ (ছয় লক্ষ) টাকা, জরুরী অবস্থায় জীবন রক্ষাকারী সেবা ও উপকরণ সহ সাড়া দেওয়ার জন্য ৫৮ ধরনের উপকরণ মজুদ, নীতিমালা সমুহ হালনাগাদ করা ও সংস্থার জরুরী ত্রাণ ও পূর্ণবাসন কার্যক্রমে সাংগঠনিক সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে।
- যে সকল এলাকায় আনুষ্ঠানিক শিক্ষাকেন্দ্র নাই এমন এলাকায় সংস্থা পরিচালিত ২৮ টি অনানুষ্ঠানিক প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং মানব মুক্তি একাডেমীতে মোট ১২৮৯ ছাত্র ছাত্রীর পড়াশুনার সুযোগ নিশ্চিত করা হয়েছে।
- আমারাই পারি প্রচারাভিযানের সাথে সম্পৃক্ত ৭৮০০০ চেঞ্জমেকারসহ জোটের মাঠ পর্যায়ে চেঞ্জমেকার কমিটি, জেলা পর্যায়ের এলাইয়েন্স এবং ন্যাশনাল এলাইয়েন্স এর সাথে আমরাই পারি প্রচারাভিযানের কাজ অব্যাহত রাখার মাধ্যমে পারিবারিক পর্যয়ে নারী নির্যাতন বন্ধের কার্যক্রম অব্যাহত রাখা হয়েছে।
- গরু-ছাগল হাসমুরগী পালনও সব্জিচাষের জন্য উপকরন ও কারিগরি সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে অংশগ্রহন কারী ১১৭৮ পরিবারের কৃষি ও পশুপালন খাতে পারিবারিক আয় গড়ে বার্ষিক ৫০,০০০ টাকা বাড়তি আয়ের সুবিধা নিশ্চিত করা হয়েছে। কৃত্তিম প্রজনন পদ্ধতিতে ২৫২ টি গরুর জাত উন্নয়নে সহায়তা করা হয়েছে।
- দুর্গম চরাঞ্চলে ৮১২৮ পরিবার স্বাাস্থ্য সেবার আওতায় নিবির স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ক সেবা প্রদান করা হচ্ছে (প্রয়োজন মোতাবেক পরামর্শ, ঔষধ ও জটিল রোগীর উন্নত চিকিৎসা নিশ্চিত করা হয়েছে) চক্ষু ক্যাম্পের মাধ্যমে মোট ৫৫৩ জন চোখের রোগীকে চিকিৎসা দেয়া হয়েছে এদের মধ্যে ৬৯ জন বিভিন্ন ধরনের অপারেশন করিয়েছে এবং ১৬৬ জন রোগীকে বিনামুল্যে চশমা বিতরণ করা হয়েছে।
- বিভিন্ন প্রকল্পের সদস্যগণ ৯ কোটি ১৮ লক্ষ ৪৪ হাজার ৬ শত ১ টাকা সঞ্চয় তহবির গঠন করেছেন যার মাধ্য বিনিয়োগের মাধ্যমে বাড়তি আয়ের সুবিধা পাচ্ছে।
- সর্বস্তরের জনগণের অংশগ্রহনের মাধ্যমে ৫৩ টি স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের কর নির্ধারণ-আদায়, ওয়ার্ড সভার মাধ্যমে স্থানীয় সরকার প্রাতষ্ঠানের পরিকল্পনা প্রণয়ন, উন্মুক্ত বাজেট সভায় প্রণীত পরিকল্পনা ও বাজেটের বিষয়ে জনমত গ্রহনের মাধ্যমে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান সমুহের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা, কাজের গুনগত মান উন্নয়ন করার ব্যবস্থা করা হয়েছে।
- মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ করে ১৫০০ কৃষকের জমির মাটি পরীক্ষা করে ফসলের ধরণ অনুযায়ী সারের মাত্রা সহ কার্ড বিতরণ করা হয়। যার মাধ্যমে উক্ত কৃষক পরিবার পরিমান মত সার ব্যবহার করে কৃষি কাজ পরিচালনা করছে।
- সিএলপি কর্মসূচির মাধ্যমে সিরাজগঞ্জ জেলার সদর উপজেলার মেছড়া ইউনিয়নের ১০ জন দুস্থ্য ও অসহায় পরিবারের মধ্যে ২.৮২ একর জমি ভূমি অফিসের সহায়তায় প্রদান করা হয়েছে ।
- দরিদ্র পরিবারসমুহে সহজ শর্তে ঋন প্রদানের মাধ্যমে স্থায়ীত্বশীল ও মানসম্মত ৫০ টি পরিবারকে বন্যা মুক্ত বসতভিটায় প্রতিবাড়ীতে ঘরের মেঝপাকাসহ বারান্দা ও দুইকক্ষ বিশিষ্ট ৫০ টি ঘর করা হয়েছে তার সাথে ল্যাট্রিন ও নিরাপদ পানি সরবরাহ নিশ্চিত করা হয়েছে।
- মুলধন ও সক্ষমতা উন্নয়নের মাধ্যমে ৩০৪ জন ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা উন্নয়ন করা হয়েছে যারা এলাকায় বাজার ব্যবস্থাপনায় উৎপাদক দলসমুহকে চাহিদানুযায়ী সেবা প্রদান করে হচ্ছে।
- সরকারী/বেসরকারী বিভিন্ন সেবাপ্রাপ্তিতে হতদরিদ্র পরিবরের প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করার জন্য চরাঞ্চলের ৩০ টি ইউনিয়নের ৪৮০০০ হতদরিদ্র পরিবারের তালিকা প্রণয়ন। যা স্থানীয় সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ে এই তালিকা সরবরাহ করা হয়েছে।
- কর্ম এলকার সর্বস্তরের নারী পুরুষের কমন সমস্যাসমুহের মধ্যে (দূর্যোগ, নারী নির্যাতন ও সুশাসন) এ্যাডভোকেসী ইস্যু নির্বাচন করে স্থানীয় পর্যায় থেকে শুরু করে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত এ্যাডভোকেসী করা হয়েছে।
- সংস্থার মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা নীতিমালা, জেন্ডার নীতিমালা, জরুরী দূর্যোগ নীতিমালা, আপদকালীন পরিকল্পনা আপডেট এবং যৌন হয়রানী প্রতিরোধ নীতিমালা, জরুরী দুর্যোগ লজিস্টিক এন্ড ফাইনান্সিয়াল পলিসি প্রস্তত করা হয়েছে। যা প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে খাপ খাওয়াতে সহযোগিতা করছে এবং সংস্থা পরিচালানায় গতিশীলতা আনায়ন করছে।

সংস্থার প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনাঃ

অর্গানোগ্রাম

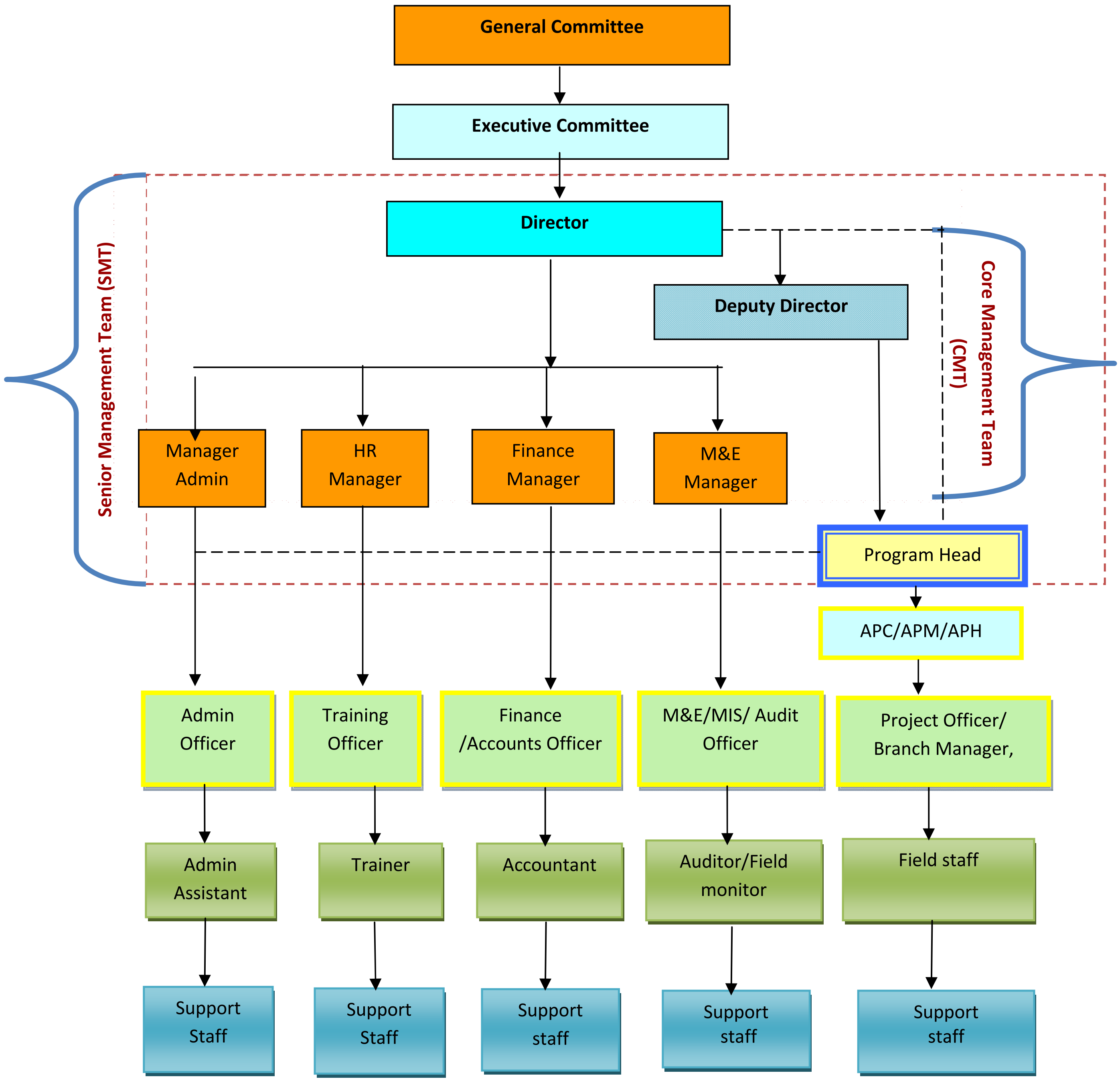

সংস্থার সিদ্ধান্ত গ্রহন প্রক্রিয়াঃ

সংস্থার ব্যবস্থপনায় সর্বোচ্চ কর্তৃত্ব ও নেতৃত্বে রয়েছে সংস্থার সাধারণ ও নির্বাহী পরিষদ। দ্বিতীয় পর্যায়ে সংস্থার কোর ম্যানেজমেন্ট টীম। তৃতীয় পর্যায়ে রয়েছে সিনিয়র ম্যানেজমেন্ট টীম এবং সাথে রয়েছে পারঙ্গমশীল কর্মী বাহিনী।

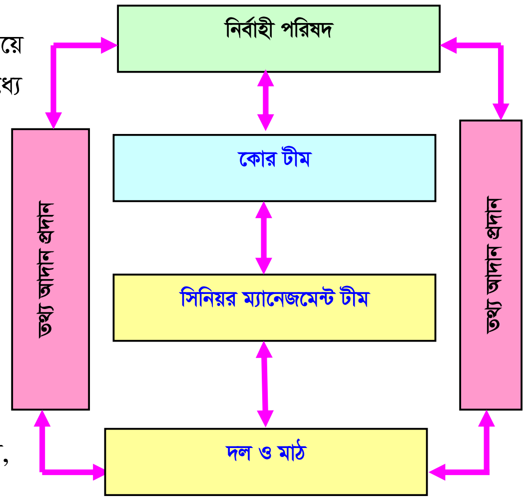

১. **সাধারণ পরিষদঃ** সাধারণ পরিষদে মোট ২৭ জন সদস্য নিয়ে গঠিত। সাধারণ পরিষদে নারী ১৫ জন, পুরুষ ১২ জন যার মধ্যে ৯ জন এনজিও প্রতিনিধি, ৬ জন সিভিল সোসাইটির প্রতিনিধি, ৫ জন শিক্ষক প্রতিনিধি এবং ৭ জন তৃণমূল পর্যায়ের প্রাথমিক সমিতির প্রতিনিধি রয়েছেন।

২. **নির্বাহী পরিষদঃ** নির্বাহী পরিষদ মোট ৯ জন সদস্য নিয়ে গঠিত যারা সাধারণ পরিষদের মধ্য হতে প্রতি ৩ বছরের জন্য নির্বাচিত হন। কমিটিতে সভাপতি ১ জন, সহ সভাপতি ২জন, ট্রেজারার ১ জন, সম্পাদক ১ জন, সদস্য ৪ জন রয়েছেন।

৩. **কোর ম্যানেজমেন্ট টীমঃ** সংস্থা পরিচালনার স্বার্থে সিদ্ধান্ত গ্রহন, নীতি নির্ধারণ, সমন্বয় সাধন ও সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের জন্য ৬ সদস্য বিশিষ্ট কোর ম্যানেজমেন্ট টীম রয়েছে যেখানে সংস্থার পরিচালক, উপপরিচালক, ফাইনান্স ম্যানেজার, ম্যানেজার এ্যাডমিন, এইচ আর ম্যানেজার এবং এম এন্ড ই ম্যনেজার রয়েছেন।

৪. **সিনিয়র ম্যানেজমেন্ট টীম (এসএমটি) ঃ** বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যালোচনা, সিদ্ধান্ত গ্রহনের ক্ষেত্রে মাঠ পর্যায় হতে মতামত, সমন্বয়, নীতিমালা বাস্তবায় করার ক্ষেত্রে বর্তমানে ১৭ জন সদস্য নিয়ে সিনিয়র ম্যানেজমেন্ট টীম রয়েছে। সাধরানত সিনিয়র ম্যনেজমেন্ট টীমে কোর টিমের সকল সদস্য, সকল প্রকল্প প্রধান সহ সংস্থার জেন্ডার ফোকাল এসএমটি কমিটির সদস্য। প্রতি ৩ মাস পর পর এসএমটি মিটিং আহবান করা হয়।

সংস্থার তহবিল ব্যবস্থাপনাঃ

- **অর্থ গ্রহন প্রক্রিয়া ঃ** সংস্থা কর্তৃক প্রাপ্ত সকল অনুদান/অর্থ সংস্থার মূল ব্যংক একাউন্টে (মাদার একাউন্ট) গ্রহন করা হয় এবং সংস্থার সভাপতি, পরিচালক এবং ম্যানেজার এডমিন এর যৌথ স্বাক্ষরে হিসাব পরিচালিত হয়। মাদার একাউন্টস হতে প্রকল্পের সমুদয় অর্থ সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের ব্যাংক হিসাব নম্বরে 'একাউন্টস পে চেকের' মাধ্যমে স্থানান্তর করা হয়।

- **অর্থ অনুমোদন প্রক্রিয়া ঃ** প্রকল্প পরিচালনার সমুদয় ব্যয় নির্বাহ করার জন্য বাজেট অনুযায়ী মাসিক/ত্রৈমাসিক খরচ পরিকল্পনা করা হয়। পরিকল্পনা অনুযায়ী মাঠ পর্যায় হতে আর্থিক চাহিদা প্রনীত হয় যা প্রকল্প প্রধান অনুমোদনের জন্য সুপারিশ করেন। প্রকল্প প্রধানের সুপারিশ অনুযায়ী সংস্থার অর্থ বিভাগ কর্তৃক চাহিদা রিভিউ করা হয় এবং 'ডেলিগেশন অব অথরিটি চার্ট' অনুযায়ী পরিচালক/ফোকাল পারসন/প্রকল্প প্রধান অনুমোদন করে থাকেন।

- **অর্থ ব্যয় প্রক্রিয়া ঃ** সংস্থার অর্থ ও ক্রয় নীতিমালা অনুযায়ী অনুমোদিত সকল অর্থ সংশ্লিষ্ট উপকারভোগীদের অংশগ্রহনের মাধ্যমে খরচ করা হয় । সংশ্লিষ্ট কর্মী, উপকারভোগীদের সাথে নিয়ে হিসাব ব্যবস্থাপনা নীতিমালা অনুযায়ী মাঠ পর্যায় হতে প্রয়োজনীয় বিল/ভাউচার প্রস্তুত সাপেক্ষে সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের হিসাব বিভাগে দাখিল করেন। এছাড়া প্রকল্পের চাহিদা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় অর্থ নির্ধারিত সময়ে দাতা প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে ছাড় হতে বিলম্ব হলে সংশ্লিষ্ট দাতা সংস্থার অনুরোধক্রমে প্রকল্পের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে সংস্থা তার নিজস্ব তহবিল হতে সরবরাহ করে যা অর্থ প্রাপ্তি সাপেক্ষে আবার ফেরত নেওয়া হয়।

- **আর্থিক নিয়ন্ত্রণ ঃ** একাউন্টিং ইনফরমেশন সিস্টেম সময়মত আর্থিক লেনদেনের তথ্যবলী সরবারাহরে মাধ্যমে আর্থিক সিদ্ধান্ত গ্রহনে সহায়তা করে। সংস্থার অর্থ বিভাগ হতে প্রতি ৪ মাস পর পর সংস্থার ইন্টারনাল অডিট টিম যাবতীয় লেনদেনের হিসাব অডিট করেন। আর্থিক ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার জন্য দাতা সংস্থা অথবা সংস্থার নির্বাহী কমিটি কর্তৃক মনোনীত 'এক্সটার্নাল অডিট টিম' বছরে ১ বার সকল প্রকল্প অডিট করে থাকেন। অডিট প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট দাতা প্রতিষ্ঠান ও এনজিও বিষয়ক ব্যুরো বরাবর প্রদান করা হয়। সংস্থার প্রকল্প ফোকাল, কোর টিম, প্রকল্প ম্যানেজার, প্রকল্প

সুপারভাইজরগণ সংশ্লিষ্ট কর্মসূচীর 'একটিভিটি বাজেট' অনুযায়ী মাঠ পর্যায়ে কাজের গুনগত মান, ব্যয়ের পরিমান, সময়মত ব্যয় ইত্যাদি নিশ্চিত করেন ও একই সাথে সুপারভিশন ও ফলোআপ করেন।

উন্নয়ন সহযোগী ও দাতা প্রতিষ্ঠানসমুহঃ

১. অক্সফাম
২. সিএলপি (ডিএফআইডি)
৩. বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচী (ডব্লিউএফপি)
৪. পিকেএসএফ
৫. কনসার্ন ইউনিভার্সেল
৬. ইরি
৭. বাংলাদেশ সরকার
৮. এসিড সারভাইভরস ফাউন্ডেশন
৯. প্র্যাকটিক্যাল একশন বাংলাদেশ
১০. ইনক্লুসিভ হোম সলুশন
১১. ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন
১২. টেট্রাটেক এআরডি-এসডিএলজি
১৩. আমার অধিকার ক্যাম্পেইন
১৪. আমরাই পারি পারিবারিক নির্যাতন প্রতিরোধ জোট

সংস্থার ত্রিশতম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে মাননীয় জেলা প্রশাসক-সিরাজগঞ্জ, জনাব মোঃ বিল্লাল হোসেন সংস্থা সম্পর্কে মূল্যবান মতামত লিখছেন

স্থানীয় পর্যায়ে, জাতীয় পর্যায়ে, আন্তর্জাতিক পর্যায়ের বিভিন্ন প্লাটফর্ম ও প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পর্কঃ

স্থানীয় পর্যায়ে	জাতীয় পর্যায়ে	আন্তার্জাতিক পর্যায়ে শুভাকাংখী প্রতিষ্ঠান
- ইউনিয়ন দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি - উপজেলা দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি - জেলা উন্নয়ন ও সমন্বয় কমিটি - জেলা দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি - এনজিও সমন্বয় পরিষদ সিরাজগঞ্জ - আমরাই পারি (জেলা জোট ও জাতীয় জোটের সদস্য) - জেলা কনভার্জেন্স কো-অর্ডিনেশন কমিটি	- বাংলাদেশ দূর্যোগ ফোরাম - বিডিপিসি - নিরাপদ - আমার অধিকার ক্যাম্পেইন - জাতীয় পর্যায়ের এডুকেশন ক্লাস্টার - জাতীয় কিশোর/কিশোরী ক্লাস্টার - সিডিএফ - এএসএফ - প্রগতি ইন্সুরেন্স - এফএফডব্লিউসি/রাইমস - সিডিএমপি	- ডিসিএ - ইউনিসেফ - সেভ দ্য চিলড্রেন - নেট্স জার্মান-বাংলাদেশ - একশন এইড-বাংলাদেশ - ইউএনডিপি - ক্রিস্টিয়ান এইড

আনুষ্ঠানিক বা অনানুষ্ঠানিক সম্পর্ক (প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তি)ঃ মানব মুক্তি সংস্থার কর্ম এলাকার মানুষের দুর্দশা লাগব ও সংস্থার প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান সংস্থার শুভাকাঙ্খী হিসেবে আন্তরিক ভাবে কাজ করে যাচ্ছে বিশেষ করে- ধানমন্ডি রোটারি ক্লাব, প্রগতি ইন্সুরেন্স লিমিটেড, এফএফডব্লিউসি একই সাথে যারা ব্যক্তিগত শুভাকাংখী তাদের কে আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করছি এবং অবদানের জন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। প্রতিবেদন কালীন সময়ে বিভিন্ন ধরনের অনুদান যেমন- অসহায় পরিবারদের এককালীন আর্থিক অনুদান, চরাঞ্চলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চালু, ঈদ-উল-আজহা'র সময় হতদরিদ্রদের মাঝে কোরবানীর জন্য গরু প্রদান, শীতার্তদের মাঝে শীত বস্ত্র বিতরণ করেছেন। একই সাথে কিছু ব্যক্তিবর্গ সংস্থার প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন সময় পরামর্শ, অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সাথে সংস্থার পক্ষে এডভোকেসী, বিনা খরচে সংস্থার কর্মীদের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য প্রশিক্ষণ, ডকুমেন্টেশনে সহায়তা প্রদান করেছেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

কৌশলগত ইস্যুর আলোকে প্রধান প্রধান অর্জন

জলবায়ূ পরিবর্তন ও দূর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস
শিশু সুরক্ষা ও শিক্ষা
স্বাস্থ্য ও পুষ্টি
নারীর ক্ষমতায়ন
কৃষি, পশু ও আয় বৃদ্ধি
স্থানীয় সরকার ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা
নেটওয়ার্ক ও এডভোকেসী
সাংগঠনিক উন্নয়ন ও প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা

কৌশলগত এরিয়া অনুযায়ী গত অর্থ বছরের অর্জন সমুহঃ

সংস্থার কৌশলগত পরিকল্পনায় (পাঁচ বছরমেয়াদী) প্রধান আটটি কৌশলগত ইস্যু সামনে রেখে সকল কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা হয়। উক্ত ইস্যুসমুহের আলোকে কর্মসূচি বাস্তবায়নের ফলাফল নিরুপন কবরার চেষ্টা করা হয় যা নিম্নরুপঃ

১. জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস (সিসিএডিআরআর)ঃ

মানব মুক্তি সংস্থার বেশীর ভাগ প্রকল্প বাস্তবায়িত হয় যমুনা নদীর বিচ্ছিন্ন চরাঞ্চল এবং নদী অববাহিকা অঞ্চলে যা জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব ও বিভিন্ন প্রাকৃতিক দূর্যোগে আক্রান্ত। কর্মএলাকার সর্বস্তরের নারী পুরুষের জলবায়ু পরিবর্তন ও দূর্যোগ সংক্রান্ত সমস্যা প্রতিনিয়ত মোকাবিলা করেই টিকে থাকতে হয়।এই বাস্তবতা গুরুত্ব সহকারে বিবেচনায় রেখে সংস্থার সকল প্রকার কার্যক্রম চিহ্নিত করণ, পরিকল্পনা প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়ন করা হয়। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব ও দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস বিষয়টি সংস্থার মূল স্রোতধারায় সন্নিবেশিত করা হয়েছে। সংস্থার চলমান আটটি প্রকল্পে জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এ ছাড়া অন্যান্য সকল প্রকল্প বা কার্যক্রম পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবের বিষয়টি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিবেচনা এবং দূর্যোগের সম্ভাব্য প্রকোপ বিবেচনা করা হয়ে থাকে।

- দূর্যোগ মোকাবিলায় স্থানীয় পর্যায়ের কমিউনিটির (৬৭ টি কমিউনিটি) অংশগ্রহনের মাধ্যমে প্রতিবছর আপদকালীন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও হালনাগাদ এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে সহযোগীতায় পরিকল্পনা অনুযায়ী কার্যক্রম বাস্তবায়ন।
- অবকাঠামোগত উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে কমিউনিটি পর্যায়ে নারী-পুরুষ দূর্যোগের সময় স্বাভাবিক জীবন যাপন অব্যাহত থাকে এবং পার্শ্ববর্তী আক্রান্ত পরিবারকে আশ্রয় দেয়ার সুযোগ তৈরী হয়েছে। বসতবাড়ী ভিত্তিক আয়ের উৎস্য বন্যার সময়ে অব্যাহত থাকে।
- দুর্যোগের সময় বিপদাপন্ন পরিবারসমুহকে বীমা সুবিধা ও ফুডব্যাঙ্ক এর আওতায় আনা হয়েছে।
- বন্যার আগাম সতর্ক বার্তা প্রচারের আওতায় এনে সামাজিক পর্যায়ে ৪৫ টি গ্রামের দূর্যোগের ভোগান্তি ও ক্ষয়ক্ষতি কমানোর ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হয়েছে।
- দূর্যোগ তহবিল তৈরী, প্রয়োজনীয় উপকরণ মজুদ, দূর্যোগ নীতিমালাসমুহ হালনগাদ করা ও কর্মীদের দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে স্থানীয় পর্যায়ের দূর্যোগ মোকাবিলায় সংস্থার সক্ষমতা উন্নয়ন।

টেবিল নং- ০৪ **জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বিষয়ক অর্জন ঃ**

উপকরণ বিতরণ		
ক্রঃ নং	**কাজের বিবরণ**	**প্রতিবেদন বছরের অর্জন**
১	কমিউনিটি পর্যায়ে	
১.১	নলকুপ স্থাপন	৪০৪ টি
১.২	নলকুপের ভিটা ও প্লাটফর্ম উচুকরণ	৫৪৮ টি
১.৩	ল্যাট্রিন স্থাপন	৪৩৬৭ টি
১.৪	বসতভিটা মাটি ভরাট	২৩৪১ পরিবার
১.৫	ক্লাষ্টার ভিলেজ	৪২ (পরিবার সংখ্যা-৭৪০)
১.৬	বন্যা আশ্রয় কেন্দ্র	৯ টি (৩৭৭ টি পরিবার)
১.৭	রাস্তা নির্মান, মেরামত	২৭ টি (৫০ কিঃমিঃ)
১.৮	দরিদ্র পরিবারের বীমা সুবিধা	১৬৬১ পরিবার
১.৯	দূর্যোগ স্বেচ্ছাসেবক পরিচালনা	৫৬৭ জন

১.১০	ঝুকিপূর্ণ গ্রাম সমুহে আগাম সতর্ক সঙ্কেত প্রচারের আওতায় নিয়ে আসা	৪৫ টি গ্রাম
১.১১	জরুরী সহায়তা (নদী ভাঙ্গা, শৈত্যপ্রবাহ, কমিউনিটি সেপ্টিনেট)	২২২৭ পরিবার
১.১২	কমিউনিটি পর্যায়ে ফুড ব্যাঙ্ক	৪১২২৭৫ টাকা
১.১৩	স্থানীয় পর্যায়ে দুর্যোগ পরিকল্পনা প্রস্তুত	২৭ টি ইউনিয়ন, ৪০ টি কমিউনিটি
২	সংস্থা পর্যায়ে	
২.১	ঝুঁকি তহবিল গঠন	৬,০০,০০০ টাকা
২.২	পলিসি গাইড লাইন হালনাগাদ	০৩ টি
২.৩	জরুরী মজুদ	৫৮ ধরনের উপকরণ

দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ (জন)		
ক্রঃ নং	প্রশিক্ষণের নাম	সংখ্যা (জন)
১	প্রাথমিক পর্যায়ের স্টেকহোল্ডারদের দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ	২০৩২৯
২	ভলান্টিয়ার পর্যায়ে দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ	৪০
৩	কর্মী পর্যায়ে দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ	১৯৩

২.শিশু সুরক্ষা ও শিক্ষা

সংস্থার কর্মএলাকায় শিশু অধিকার নিশ্চিতকরণ এবং সাক্ষরতার হার বৃদ্ধি ও মানসম্মত শিক্ষা সেবা ত্বরান্বিত করার উদ্দেশ্যে সংস্থা নিরালসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এই কর্মসূচীর আওতায় পারিবারিক পর্যায়ে শিশু নির্যাতন, শিশু শ্রম কমিয়ে আনা এবং স্কুলগামী শিশুদের স্কুলে পাঠানো নিশ্চিত করার শর্তে প্রকল্পের উপকারভোগী নির্বাচন করা হয়ে থাকে। শিশু শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা এবং কর্মএলাকায় যে সকল গ্রামে স্কুল নেই সেখানে স্কুল প্রতিষ্ঠা করে শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে। চৌহালী উপজেলার ঘোরজান ইউনিয়নে গ্রাম পর্যায়ে ২৫টি শিশু শিক্ষা কেন্দ্র পরিচালনা করে ইউনিয়নের সকল শিশুকে স্কুলমূখী করা এবং শিক্ষার মান উন্নয়নের উদ্দ্যোগ গ্রহন করা হয়েছে।

চরাঞ্চলের প্রাথমিক বিদ্যালয় গুলো শিক্ষার গুনগত মান নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় উপকরণ সরবরাহ, স্কুল ম্যানেজমেন্ট কমিটি কার্যকর করা, শিক্ষক অভিবাবক ফোরাম গঠন এবং অবকাঠামোগত উন্নয়নের কাজ করা হয়েছে। দূর্যোগকালীন সময়ে ২৩ টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৩৫৭০ শিক্ষার্থীর পড়াশুনা অব্যাহত রাখার মত শিক্ষা উপকরণ মজুদ রয়েছে এবং অবকাঠামো উন্নয়নসহ প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করা হয়েছে। সংস্থা শিশু সুরক্ষা নীতিমালা প্রণয়ন, জরুরী অবস্থায় স্কুল কার্যক্রম পরিচালনার জন্য উপকরণ বিতরণ, স্কুলে ছাত্র/ছাত্রী হাজিরা বৃদ্ধি তথা শিক্ষার প্রতি ছেলেমেরদের আগ্রহী করে তোলা এবং শিক্ষার মান বৃদ্ধি পেয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়।

টেবিল নং-৫ এক নজরে শিশু সুরক্ষা ও শিক্ষা কার্যক্রমের তথ্যঃ

ক্রঃ নং	শিক্ষা কার্যক্রমের নাম	প্রতিবেদন বছরের অর্জন (ছাত্র/ছাত্রী)
১	মানব মুক্তি একাডেমিতে শিক্ষার্থীর সংখ্যা	৩৬৬ জন
২	অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম (এনএফপি) শিক্ষার্থীর সংখ্যা	৯২৩ জন (২৮ টি স্কুল)
৩	সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার গুনগত মান উন্নয়নে বিভিন্ন ইভেন্ট বাস্তবায়ন	৩৮৯০ জন (১০ টি স্কুল)
৪	ঝড়ে পরা শিশুদের শিক্ষাকেন্দ্রে ফিরিয়ে আনা	১১৫ জন
৫	শিক্ষা সহায়তা	১৪ জন
৬	শিশু শুরক্ষা নির্দেশিকা প্রণয়ন	০১ টি
৭	বাল্য বিবাহ বন্ধের ব্যবস্থা গ্রহন	৭২ টি
৮	শিশু শিক্ষার্থীদের মাঝে শীত বস্ত্র বিতরণ	৩৭২ টি
৯	কিশোর কিশোরী দল গঠন ও প্রশিক্ষণ	৪২ টি দল ৭০০ সদস্য

৩. স্বাস্থ্য ও পুষ্টি কার্যক্রম ঃ

স্বাস্থ্যঃ চরাঞ্চলের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য সেবায় সীমিত প্রবেশাধিকার বিষয়টি বিবেচনায় রেখে সংস্থা তার স্বাস্থ্য সেবা কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। মানব মুক্তি সংস্থার সকল স্বাস্থ্য সেবা পরিবার-কেন্দ্রিক। সংস্থা পর্যায়ে ৪ জন প্যারামেডিকস্ এবং কমিউনিটি হতে ৩৭ জন চর স্বাস্থ্যকর্মী নিয়োগ এবং তাদের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করেছে। রেফারেল প্যাসেন্ট ম্যানেজমেন্ট এর জন্য ইউনিয়ন, উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী ক্লিনিক ও হাসপাতালের সাথে সমন্বয় করে কাজ চলছে। স্বাস্থ্য সেবা প্রকল্পের আওতায় মোট ৮১৩৭ পরিবার সরাসরি স্বাস্থ্য সেবা নিচ্ছে এছাড়া রোগীদের ইউনিয়ন পরিষদের কমিউনিটি ক্লিনিক এবং বিভিন্ন সরকারী -বেসরকারী স্বাস্থ্য সেবা প্রতিষ্ঠানের সাথে লিংকেজ স্থাপনের কাজ করা হচ্ছে। দুর্গম চরাঞ্চলে যেখানে কোন স্বাস্থ্য সেবার সুযোগ নাই এমন এলাকায় স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করার মাধ্যমে স্বাস্থ্য সমস্যা কমানো সম্ভব হয়েছে। স্বাস্থ্য চক্ষু ক্যাম্প করার মাধ্যমে ৫৫৩ জন রোগীকে চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে তন্মধ্যে ৬৯ কে অপারেশন করে ছানিমুক্ত এবং ১৬৬ জন কে বিনামুল্যে চশমা বিতরণ করা হয়েছে

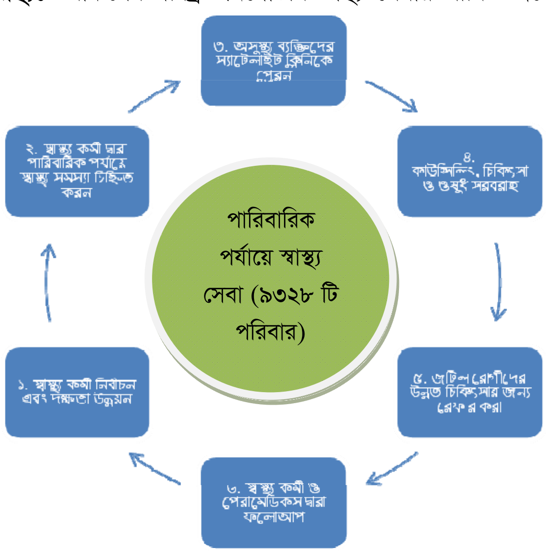

পুষ্টিঃ পুষ্টিমান নিশ্চিত করণের জন্য নিয়মিত পুষ্টিশিক্ষা ক্যাম্প ও পরিবার-কেন্দ্রিক পুষ্টি শিক্ষা পরিচালনা করা হয়। গর্ভবর্তী, দুগ্ধদানকারী, শিশু ও কিশোরীদের পুষ্টিমান নিশ্চিতকরণ এবং পুষ্টি বিষয়ক সচেতনা তৈরিতে টাংগাইল জেলার ৪ টি উপজেলার ১০ টি ইউনিয়নের মোট ৩২৫৮ পরিবারকে সহায়তা প্রদান করা হয়। গ্রাম্য ডাক্তারদের প্রশিক্ষণ, কিশোর/কিশোরী দলকে প্রশিক্ষণএবং অপুষ্টিজনিত শিশুদের উচ্চ চিকিৎসার জন্য রেফারেল ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে।

স্বাস্থ্য ও পুষ্টি কার্যক্রমের আওতায় ৮১৩৭ পরিবারকে পারিবারিক পর্যায়ে কাউন্সিলিং, আয়রণ ফলিক এসিড বিতরণ, ৭-১৮ মাস বয়সী শিশুদের বাড়তী খাবার হিসেবে এমএমপি প্রদান, বছরে দুই বার কৃমিনাশক বড়ি বিতরণ, ভাউচার প্রদান, গর্ভবর্তী, দুগ্ধদানকারী মা, কিশোরীদের বাড়তি কাউন্সিলিং, স্যাটেলাইট ক্লিনিকে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সেবা, রেফারেল কেস ম্যানেজমেন্ট নিশ্চিত করা হয়েছে।

টেবিল -৬ স্বাস্থ্য বিষয়ক তথ্যাবলী

ক্রঃ নং	**কাজের বিবরণ**	**প্রতিবেদন বছরের অর্জন**
১	চর স্বাস্থ্য ও পুষ্টি কর্মী	৬২ জন
২	উঠান বৈঠক	১৫২১ টি
৩	সাটেলাইট ক্লিনিকে রুগী দেখা	২৯৭৬০ জন
৪	রেফারেল কেস ম্যানেজমেন্ট	৫৭ জন
৫	ভাউচার প্রদানের মাধ্যমে ওষুধ বিতরণ	৮১৩৭ পরিবর
১০	গ্রাম্য ডাক্তারদের প্রশিক্ষণ	৩৩ জন
১১	নবদম্পতিদের প্রশিক্ষণ	২৯ জোড়া
১২	স্ট্যাটিক ক্লিনিক	৪৯১ টি
১৩	স্বাস্থ্য ক্যাম্প	১১ টি

৪. নারীর ক্ষমতায়নঃ

মানব মুক্তি সংস্থার কর্মএলাকায় বসবাসরত নারীরা দূর্যোগপ্রবন এলাকার বাসিন্দা হিসেবে অনেক বেশী অসহায় এবং তুলনামূলক

ভাবে পিছিয়ে রয়েছে। এ প্রেক্ষিতে নারীর ক্ষমতায়ন বিষয়ে সংস্থা পর্যায়ে এবং কর্মসূচি বাস্তবায়ন পর্যায়ে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। সকল প্রকার নীতিমালা ও নির্দেশিকা প্রণয়নে, প্রকল্প প্রস্তাবনা, কার্যক্রম পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের প্রক্রিয়ায় নারীর ক্ষমতায়ন বিষয়টি ক্রসকাটিং ইস্যু হিসেবে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। সংস্থার সকল কার্যক্রমের সকল পর্যায়ে নারীদের অংশগ্রহন নিশ্চিত করা, নারী বিষয়ক সমস্যা অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সমাধানের উদ্যোগ গ্রহন করা হয়। নারী-পূরুষের বৈশম্য দুরীকরণ, নারী নির্যাতন প্রতিরোধ, আয়-মুখী কাজে নারীদের সহযোগীতা, নারী নেতৃত্বের উন্নয়ন, চেঞ্জ মেকার (ফলোআপ) এনরোলমেন্ট, নারী সংগঠন তৈরী, বিভিন্ন সামাজিক ও সরকারী বেসরকারী প্রতিষ্ঠান সমুহের সাথে নারীদের সম্পৃক্ত করণ এবং ভোট নেয়া দেয়ার ক্ষেত্রে সক্রিয় অংশগ্রহনের জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহন করা হয়েছে। নারীদের বিভিন্ন সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিক সম্পৃক্ততার মাধ্যমে তাদের মবিলিটি এবং আইডেনটিটি বাড়ানো হয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন পর্যায়ে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ এবং সভা-সমাবেশের মাধ্যমে নারীদের ক্ষমতায়ন ও নেতৃত্ব বিকাশের ব্যবস্থা গ্রহন করা হয়েছে।

প্রকল্পের প্রাথমিক সদস্য হিসেবে পরিবারের নারী সদস্যকে বিবেচনা করা, পরিবারে কোন সম্পদ বা উপকরণ দেয়ার বিষয়ে নারীর মালিকানা দেয়া, পরিবারে ও সমাজে নারী নির্যাতন বন্ধের শর্তদেয়া, উপকার ভোগীদের কারিগরি ও আয়মুখী বিভিন্ন কাজে নারীদের সুযোগ দেয়ার মাধ্যমে নারীদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও মানসিক বিকাশ, সম্পদ বৃদ্ধিতে সহায়তা, মতামত প্রদানের স্বাধীনতা ও সিদ্ধান্ত গ্রহন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহনের ব্যবস্থা গ্রহনের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন ত্বরান্বিত করা হয়। সংস্থার নারী কর্মীদের নিয়ে গঠিত নারী ফোরাম আরো গতিশীল যার মাধ্যমে নারী বান্ধব কর্ম পরিবেশ তৈরী ও বজায় রাখার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করা হয়ে থাকে। সংস্থা পর্যায়ে একজন নারী জেন্ডার ফোকাল পারসন রয়েছেন যিনি সংস্থার সকল স্তরের নারীর ক্ষমতায়ন ইস্যুতে নজর রাখেন এবং কর্তৃপক্ষকে সিদ্ধান্ত গ্রহনে সহযোগিতা করেন। বর্তমানে সংস্থার সাধারণ পরিষদে ২৭ জন সদস্যর মধ্যে ১৩ জন নারী এবং ৯ জন নির্বাহী পরিষদ সদস্যর মধ্যে ৫ জন নারী রয়েছে। সংস্থায় কর্মরত মোট ৫১৮ জন কর্মীর মধ্যে ১৮৫ জন নারী কর্মী (৩৬%)।

টেবিলঃ ০৭

ক্রঃ নং	কাজের বিবরণ	প্রতিবেদন বছরের অর্জন
১	ইউজার কমিটি গঠন ও পরিচালনায় নারীর অংশগ্রহন	৮২ টি (২৪৬ জন)
২	ইউপি ষ্টান্ডিং কমিটিতে দরিদ্র পরিবার হতে নারীদের অংশগ্রহন	৯৩ জন
৩	সিএসএজি তে নারীর অংশগ্রহন	৪১৪ জন
৪	বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ	৭২ টি
৫	পারিবারিক পর্যায়ে নারী নির্যাতন বন্ধ করা হয়েছে	১৮৩ টি
৬	চেঞ্জমেকার এনরোলমেন্ট	২২০০ টি
৭	নারী নেতৃত্বের উন্নয়ন	৪০০ জন
৮	নারী উদ্যোক্তা তৈরী	২৯৪ জন
৯	গ্রাম উন্নয়ন কমিটিতে নারীদের সম্পৃক্ততা	৬৯৮ জন
১০	কিশোরী দল গঠন	২৮ টি
১১	নারী ফোরামে নারীদের অর্ন্তভুক্তি করণ	১৮৫ জন
১২	শাখা ব্যবস্থাপনা কমিটিতে তৃণমুল নারী নেত্রীদের অংশগ্রহন	৯৬ জন (১২ টি কমিটি)
১৩	সংস্থার কেন্দ্রীয়/সংস্থা পর্যায়ে ফেডারশনের শাখা ব্যবস্থাপনা কমিটির নারী নেত্রীদের অংশগ্রহন	২৭ জন***
১৪	সম্পদ হস্তান্তর, উপকরণ বিতরণ, মূলধন সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়ন	১২২০০ জন
১৫	নব দম্পতিদের জেন্ডার সংবেদনশীল প্রশিক্ষন	১০৬০ জোড়া

*** শাখা ব্যবস্থাপনা কমিটি হতে ২৪ জন, ০১ জন জেন্ডার ফোকাল, ০১ জন জেলা জোট প্রতিনিধি, ০১ জন প্রকল্প প্রতিনিধি

- *আমারাই পারি নারী নির্যাতন জোটের মাঠ পর্যায়ে চেঞ্জমেকার কমিটি, জেলা পর্যায়ের এলাইয়েন্স এবং ন্যাশনাল এলাইয়েন্স এর সাথে আমরাই পারি প্রচারাভিযানের কাজ অব্যহত রাখার মাধ্যমে পারিবারিক পর্যায়ে নারী নির্যাতন বন্ধের কার্যক্রম অব্যাহত রাখা হয়েছে।*
- *নারীদের যোগ্যতা, দক্ষতা ও গুরুত্ব, বিশেষত্ব প্রকাশের মাধ্যমে পারিবারিক পর্যায় থেকে শুরু করে সামাজিক পর্যায়ে, ও স্থানীয় ইউপি ও জেলা পর্যায়ে নেতৃত্ব দেয়ার দৃষ্টান্ত স্থাপন করা হচ্ছে।*
- *নারী উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত সক্ষমতা উন্নয়নসহ প্রয়োজনীয় সহযোগীতা প্রদান করে নারী উদ্যোক্তা উন্নয়ন এবং নারীদের অর্থনৈতিক উন্নয়নে দৃষ্টান্ত স্থাপন করা হয়েছে।*

৫. কৃষি, পশু ও আয়বৃদ্ধি

ক. কৃষি ও পশুপালনঃ সংস্থার কর্ম এলাকার প্রায় ৯০% লোক সরাসরি কৃষি ও পশু পালনের সাথে সম্পৃক্ত এবং বেশিরভাগ পরিবারের প্রধান আয়ের উৎস কৃষি ও পশুপালন। প্রধান কৃষি ফসলের মধ্যে ধান, গম, পাট, ডাল, আখ, মরিচ, বাদাম, আলু, পিয়াজ, রসুন এবং প্রচুর পরিমানে সবজি উৎপাদন হচ্ছে । সরকারী বিভিন্ন কৃষি বিষয়ক প্রতিষ্ঠান যেমন- আর্ন্তজাতিক ধান গবেষনা ইনস্টিটউট, বাংলাদেশ ধান গবেষনা ইনস্টিটউট, বাংলাদেশ মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান, উপজেলা কৃষি কার্যালয়, উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তাদের সাথে উপকারভোগীর

যোগাযোগের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

প্রধান পশুসম্পদের মধ্যে- গরু, ছাগল, হাস - মুরগী, ভেড়া পালন করা হয়। চরাঞ্চলের মাটি বেলে দোআশ হওয়ায় কৃষিতে সেচ ব্যবস্থাসহ আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার তেমন ফলপ্রসু করা যায় নাই। তবে গতানুগতিক প্রচলিত পদ্ধতিতে মানুষ চাষাবাদ

করে আসছে। প্রধান ফসলের পাশাপাশি বসতবাড়ীর আঙ্গিনায় সবজি চাষ, বিভিন্ন ফলের গাছ ইত্যাদির মাধ্যমে খাদ্যভাস পরিবর্তন ও বাড়তি আয়ের পথ সুগম করা হয়েছে। মানব মুক্তি সংস্থার পক্ষ হতে কৃষিক্ষেত্রে চাষীদের উন্নত জাতের বীজ, উন্নত জাতের গাছের চারা, আধুনিক যন্ত্রপাতি সরবরাহ, মুলধন সরবরাহ ও দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ সহ প্রয়োজনীয় কারিগরী সহেযাগীতা প্রদান করা হয়েছে। গরু- ছাগল- হাসমুরগী পালনে আধুনিক প্রযুক্তি প্রয়োগ, দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ, উপকরণ এবং প্রয়োজনীয় কারিগরি সহায়তাসহ সম্পদ ও মুলধন হস্তান্তরের মাধ্যমে গবাদি পশু পালনে ব্যপক অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও অগ্রগতি পরিলক্ষিত হয়েছে। সরকারী মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট এর সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে ১৫০০ কৃষি পরিবারের কৃষি জমির মাটি পরীক্ষা করনের ব্যবস্থা গ্রহন করা হয়। মাটি পরীক্ষার পর মাটির উর্বরতা এবং সুসম সারের মাত্রা নির্দেশনা সম্মলিত কার্ড বিতরণ করা হয়। সংশ্লিষ্ট সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্টানগুলোর সাথে সুসম্পর্ক স্থাপন হয়েছে। আধুনিক প্রযুক্তি এবং জৈব সার ব্যবহারে কৃষকদের সম্পৃক্তকরণ , কৃত্তিম প্রজননের মাধ্যমে গবাদি পশুর জাত উন্নতকরণ এবং বন্যা ও খরাসহনশীল ধানের বীজ বিতরণের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিতে অবদান রেখেছে।

টেবিলঃ ৮

ক্রঃ	কাজের বিবরণ	প্রতিবেদন বছরের অর্জন (সংখ্যা)	ক্রঃ	কাজের বিবরণ	প্রতিবেদন বছরের অর্জন (সংখ্যা)
১	গরু বিতরণ	১১৭৭	১৫	ধানের বীজ বিতরণ	৩৬১৫
২	ছাগল বিতরণ	৮৯	১৬	চারা বিতরণ	১২৮০৪
৩	হাস/মুরগী বিতরণ	৯০৫ পরিবার	১৭	নিড়ানী	৬০৬
৪	কৃমিনাশক খাওয়ানো (গবাদিপশু)	৩২৫৯	১৮	ওয়েভিং মেসিন ও নাটাই	১০৪
৫	ভ্যাকসিনেশন (গবাদিপশু)	৭২৯৫	১৯	পাওয়ার টিলার	২৪ টি
৬	গাভী কৃত্তিম প্রজনন	২৫২	২০	পিটিওএস	০৩ টি
৭	ঘাস চাষে সহযোগীতা	১০০২ পরিবার	২১	এসটিডব্লিউ	৩৪ টি
৮	ঘাস চাষে প্রদর্শনী	১৪	২২	হ্যন্ড স্প্রেয়ার	৩৫৯ টি
৯	কাউ কম্পোর্ড প্রদর্শনী	০৪	২৩	প্যাডল থ্রেশার	৩০ টি
১১	নার্সারী	০৯	২৪	১.৫ এইচপি মটর	১৬ টি
১২	বসবাড়ীতে সব্জি চাষ	৩৪৭২	২৫	ফুট স্প্রেয়ার	০৮ টি
১৩	মৎস্য চাষ	৫১৭	২৬	স্ট্যান্ড ফ্যান	০৯ টি
১৪	পিট ক্রপস	১০৪৮			

চরাঞ্চলের কৃষকদের মাঝে ট্রাক্টর সহ আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতি বিতরন করা হচ্ছে।

এমএমএস এর সহায়তায় আয়বর্ধক কর্মকান্ডের আওতায় গাভী পালন

খ. ক্ষুদ্র ঋণঃ মানব মুক্তি সংস্থা **১৯৯১** সাল হতে সিরাজগঞ্জ ও টাংগাইল জেলায় হতদরিদ্র ও দরিদ্র পরিবারের মাঝে ক্ষুদ্র **ঋণ** কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে। পুঁজি সরবরাহের মাধ্যমে স্থানীয়ভাবে কর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে দারিদ্রতা কমানোর লক্ষ্যে পরিচালিত মানব মুক্তি সংস্থার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং দীর্ঘমেয়াদী কর্মসূচি হচ্ছে ক্ষুদ্র ঋন কর্মসূচি। বর্তমানে আইজিপি এর আওতায় প্রাথমিক দল/সমিতি গঠনের মাধ্যমে সদস্যদের সংগঠিত করা, তাদের সঞ্চয় তহবিল গঠন, সাপ্তাহিক মিটিং পরিচালনা করা, বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা এবং ঋন প্রদান ও কিস্তি আদায় করা হয়ে থাকে। আইজিপি এর আওতায় গ্রামীন ক্ষুদ্র ঋন, হতদরিদ্র পরিবারের ঋন, ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋন, মৌসুমী ঋন ও হাউজিং ঋনের আওতায় প্রতিবেদন বছরে সর্বমোট **১২০৯৫** জন ঋনগ্রহীতা কে মোট ২৬০৭৯৬০০০ টাকার ঋন প্রদান করা হয়েছে যাদের সম্মিলিত সঞ্চয়ের পরিমান ৫৫৮১২৪২২ টাকা।

গ. উদ্যোক্তা তৈরি ও বাজার ব্যবস্থাপনাঃ প্রতিবেদনকালীন সময়ে ব্যক্তিগত ও দলীয় পর্যায়ে ৪৩৩ জন উদ্যোক্তা উন্নয়ন করা হয়েছে। উদ্যোক্তাগণের পছন্দ ও দক্ষতা অনুযায়ী আয় বর্ধনমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য তহবিল সরবরাহ, প্রশিক্ষণ প্রদান এবং উপকরণ সরবরাহের মাধ্যমে উৎপাদক দল তৈরি করা হয়েছে। একই সাথে বাজার ব্যবস্থাপনার জন্য বিভিন্ন উৎপাদক দল এবং উৎপাদন ও বিক্রয় প্রক্রিয়ার সাথে সম্পৃক্ত ব্যবসায়ীর মধ্যে লিংকেজ স্থাপন করে দেওয়া হয়েছে। স্থানীয় ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের বাজার ব্যবস্থাপনার সাথে সম্পৃক্ত করার জন্য স্থানীয়ভাবে এলএসপি তৈরি, তহবিল সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান এবং সংশ্লিষ্ট সরকারী ও বেসরকারী সেবা প্রতিষ্ঠান সমুহের মধ্যে লিংকেজ স্থাপন করা হয়েছে। চরাঞ্চলে কার্যকর বাজার ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উদ্যোক্তাগণ নায্য মুল্য পাচ্ছে এবং সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের সাথে মার্কেট চেইন ব্যবস্থা উন্নয়ন হয়েছে। চরাঞ্চলে মার্কেট লিংকেজ সম্প্রসারণের ফলে উদ্যোক্তাগণ উৎপাদিত পন্যের ন্যায্য মূল্য পাচ্ছে এবং ক্ষুদ্র ব্যবসার প্রসার ঘটেছে। উদ্যোক্তাগণ গড়ে ১৪০০০-১৬০০০ টাকা বিনিয়োগ করেছেন, যেখান হতে প্রতি মাসে গড়ে ৪০০০-৫০০০ টাকা আয় করছে। ভ্যাকসিনেটর, টিবিএ ও কৃষি তে মোট ৭৬ জন এলএসপি (নারী-৫৪, পুরুষ-২২) কে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ, লিংকেজ স্থাপন ও উপকরণ বিতরণের মাধ্যমে প্রস্তুত করা হয়েছে যারা কর্মএলাকায় সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সেবা প্রাপ্তি ও সেবা প্রদানে সহযোগিতা করছে।

৬.স্থানীয় সরকার ও সুশাসন প্রতিষ্ঠাঃ

সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সংস্থার সুনিদ্রিষ্ট কিছু ফলাফল রয়েছে। বিশেষ করে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় স্ট্যান্ডিং কমিটিতে তৃণমূল পর্যায়ের সাধারন মানুষের অংশগ্রহন, কার্যকরীকরণ, ইউনিয়ন পরিষদের বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনায় জন অংশগ্রহন বৃদ্ধি এবং ওয়ার্ড সভা, উন্মুক্ত বাজেট অধিবেশন, কর নিরুপন, কর আদায়, করের টাকায় জনগণের চাহিদা অনুযায়ী উন্নয়নমূলক কাজ ত্বরান্বিত হয়েছে। উপকারভোগীরা নিজেরাই প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করে থাকে, নিজেরাই তহবিল সংগ্রহ ও বিনিয়োগের পরিকল্পনা গ্রহন করে থাকে। বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী সেবা প্রাপ্তিতে সাধারণ জনগণের প্রবেশাধিকার বেড়েছে। কর আদায় ও কর প্রদানের প্রবণতা বেড়েছে। গত অর্থবছরে কর আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছে ৬.২৩ গুন, কর আদায় বৃদ্ধি পেয়েছে ১২গুন, লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে অর্জনের হার বৃদ্ধি পেয়েছে ৪০%।

"ফুড ফর এসেট" কর্মসূচীর আওতায় নারী সদস্যাগন খাদ্য গুদাম হতে নিজেরাই চাল সংগ্রহ ও বিতরন করছেন

সংস্থা পর্যায়ে সুশাসন নিশ্চিত করার জন্য কিছু সুনিদ্রিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহন করা হয়েছে। সিদ্ধান্ত গ্রহন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন স্তরের কর্মী ও উপকারভোগীদের অংশগ্রহন বেড়েছে এবং প্রকল্প প্রস্তাবনা, প্রকল্প তৈরি, প্রকল্প পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় উপকারভোগী ও সংশ্লিস্ট কর্মীদের অংশগ্রহন নেয়া হয়।

কমিউনিটি পর্যায়েঃ

- উপকারভোীরা নিজেরাই ব্যাংক এবং স্থানীয় খাদ্য গুদাম হতে অর্থ ও চাল সংগ্রহ করে এবং দলীয় সদস্যদের মাঝে বিতরণ করে (স্থানীয় প্রশাসন ও স্থানীয় প্রতিনিধিদের সামনে বিতরণ করা হয়।
- প্লাটফর্মের মাধ্যমে (সিআইজি, সিএসএজি) সর্ব স্তরের নারী-পুরুষের সচেতনতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং একত্রিত হয়ে দাবী আদায়ের জন্য প্রেসার গ্রুপ হিসেবে কাজ করছে। পাশাপাশি স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদ ও পৌরসভার সাথে লিংকেজ স্থাপিত হয়েছে।

- স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের কার্যক্রমে জনগণের অংশগ্রহন বৃদ্দি (বাজেট তৈরি, উন্মুক্ত বাজেট ঘোষনা, কর নির্ধারণ, কর আদায়, করের টাকায় উন্নয়নমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন)
- ইউপি স্ট্যান্ডিং কমিটিতে উপকারভোগীদের সম্পৃক্ত করা হয়েছে।
- স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের ষ্টান্ডিং কমিটির কার্যক্রম পরিচালনার সক্ষমতা বৃদ্ধি ও কারিগরি সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে সেবার মান বৃদ্ধি পেয়েছে।
- সম্পদ হস্তান্তরের (এসেট ট্যানসফার) ক্ষেত্রে উপকারভোগীরা সম্পৃক্ত থাকে।
- দরিদ্র ও অসহায় পরিবারের তালিকা প্রণয়ন এবং তালিকা ব্যবহার করে বিভিন্ন কর্মসূচিতে দরিদ্র মানুষের সম্পৃক্ততা নিশ্চিত করা হয়েছে।

সংস্থা পর্যায়েঃ

- কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়নে সকল স্টেকহোল্ডারদের (ইসি কমিটি, কর্মী, উপকারভোগী, দাতা প্রতিষ্ঠান, সরকারী প্রতিষ্ঠান) মতামত গ্রহন করা হয়েছে।
- প্রকল্প প্রস্তাবনা প্রণয়ন ও পরিকল্পনা তৈরিতে সংস্থার বিভিন্ন স্তরের কর্মী ও উপকারভোগীদের মতামত গ্রহন এবং বিভিন্ন পর্যায়ে অংশগ্রহনমূলক পদ্ধতিতে সিদ্ধান্ত গ্রহন (সিএমটি, এসএমটি, প্রকল্প ভিত্তিক মাসিক সমন্বয় সভা) ত্বরান্বিত হয়েছে।
- সংস্থার বিভিন্ন স্তরের কর্মীদের নিয়ে সংস্থার বার্ষিক বাজেট প্রণয়ন করা হয়।
- প্রকল্পের বাজেট সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের সাথে শেয়ার করা হয় এবং আর্থিক ব্যয় প্রক্রিয়ার সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত থাকে
- সংস্থার বেশির ভাগ আয় ও ব্যয় ব্যাংক লেনদেনের মাধ্যেমে সম্পন্ন করা হয়।
- কার্যক্রমের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহীতা নিশ্চিত করার জন্য ইন্টারনাল ও এক্সটার্নাল অডিট কার্যক্রম সম্পাদন করা হয়েছে।
- সংস্থার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ নথি তৈরিতে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের কনসালটেন্টের সহযোগিতা নেয়া হয়েছে।
- সংস্থার চলমান নারী ফোরামকে গতিশীল করা হয়েছে।
- দাতা প্রতিষ্ঠান, সহযোগী সংস্থা, সরকারী প্রশাসন এবং এমএমএস যৌথ মাঠ পরিদর্শনের মাধ্যমে নিশ্চিত করা হয়েছে।
- স্বচ্ছতা ও জবাবদিহীতা নিশ্চিতকরার পদক্ষেপ হিসেবে দাতা প্রতিষ্ঠান, সহযোগী প্রতিষ্ঠান এবং প্রসাসন ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের সাথে যৌথ মাঠ পরিদর্শনের ব্যবস্থা করা হয়েছে।
- কার্যক্রম বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বিভিন্ন স্তরের স্টেকহোল্ডারদের সহযোগীতা নেয়া হয় এবং একই সাথে তাদের ফিডব্যাক গুরুত্বের সাথে গৃহিত ও তদানুযায়ী পদক্ষেপ গ্রহন করা হয়ে থাকে।
- সংস্থার 'কমপ্লেইন রেসপন্স মেকানিজম' কার্যকর ও গতিশীল করা হয়েছে যাতে করে যে কোন ধরণের অনিয়ম হলে উপকারভোগীরাসহ যে কেউ অভিযোগ জানাতে পারে।

৭. নেটওয়ার্কিংও এ্যাডভোকেসীঃ

কর্ম এলাকার কমন সমস্যা সমুহ যেমন দূর্যোগ ঝুকি হ্রাস, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নয়ন, নারী নির্যান ও এসিড সন্ত্রাস দমনসহ বিভিন্ন ইস্যুতে প্রচারাভিযান পরিচালনা করা হয়। স্থানীয় পর্যায়ে এবং জাতীয় পর্যায়ে নেটওয়ার্ক বা প্লাটফর্ম সমুহের সাথে নির্বাচিত বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে কাজ করা হয়। একই সাথে সমস্যাসমুহের মধ্যে ইস্যু নির্বাচন করে স্থানীয় পর্যায় থেকে শুরু করে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত এ্যাডভোকেসী করা হয়। জাতীয় পর্যায়ে যে সকল নেটওয়ার্ক বা ন্যাশনাল প্লটফর্মের সাথে সম্পৃক্ততা রয়েছে তার বিবরণ নিম্নে প্রদান করা হলঃ

টেবিল-৯

ক্রমঃ	নেটওয়ার্ক/প্লাটফর্মের নাম	যে বিষয় নিয়ে কাজ করা হয়
১	আমার অধিকার ক্যাম্পেইন	শিক্ষা
২	আমরাই পারি	পারিবারিক পর্যায়ে নারী নির্যাতন বন্ধ
৩	বিডিপিসি	দূর্যোগ
৪	বাংলাদেশ ডিজাষ্টার ফোরাম	দূর্যোগ
৫	নিরাপদ	দূর্যোগ
৬	এএলআর ডি	ভুমি সংস্কার
৭	এডুকেশন ক্লাষ্টার	শিক্ষা
৮	এএসএফ	এসিড সন্ত্রাস দমন
৯	কনসার্ন ইউনিভার্সাল	কমিউনিটি ভিত্তিক দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা

৮. সাংগঠনিক উন্নয়ন ও প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধিঃ

ক. তৃণমূল পর্যায়েঃ তৃণমূল পর্যায়ে সংগঠন তৈরি, প্রাথমিক দল গঠন, সিবিও গঠন, স্থানীয় পর্যায়ের বিভিন্ন পেশার দক্ষতা সম্পন্ন নারী পুরুষ নিয়ে প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি গঠন, প্রাথমিক দলের প্রতিনিধিদের নিয়ে ফেডারেশন গঠন ও তাদের দক্ষতা ও সক্ষমতা উন্নয়নের ব্যবস্থা গ্রহন করা হয়। এসব সংগঠন কে গতিশীল ও কার্যকর করার জন্য নিম্নলিখিত পদক্ষেপ গ্রহন করা হয়েছে।

- কার্যকরী কমিটি গঠন *(নিচে চিত্র দেওয়া হলো)*
- দলীয় সংহতি, সংগঠন ব্যবস্থাপনা, আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও নেতৃত্ব উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়ন
- সংগঠন কর্তৃক বার্ষিক গ্রাম উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরিতে সহায়তা প্রদান
- নিয়মিত সঞ্চয় ও তহবিল গঠনে উদ্বুদ্ধকরণ
- কমিউনিটি ফুড ব্যাংক তৈরিতে সহায়তা
- গ্রামভিত্তিক আপদকালীন দূর্যোগ পরিকল্পনা প্রণয়ন (৩৭ টি)
- গ্রাম পর্যায়ে প্রকল্প বাস্তবায়নে তদারকি ও মনিটরিং এ সংগঠন কে সম্পৃক্ত করা
- সরকারী সমাজ সেবা অফিস এবং সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক রেজিস্টেশন প্রাপ্তিতে সহায়তা (১২ টি)

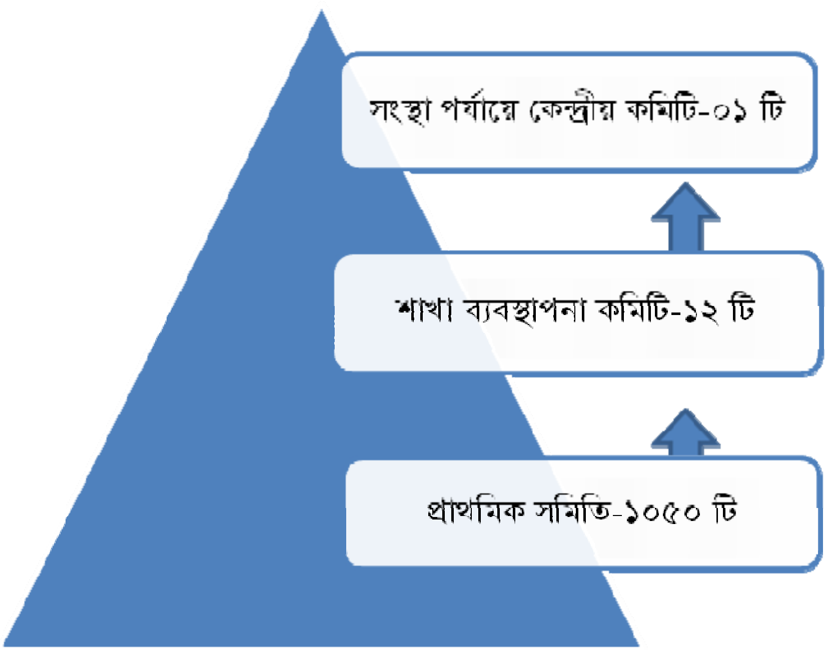

নোটঃ

- কেন্দ্রীয় কমিটিঃ মোট ১ টি, সদস্য সংখ্যা ২৭ যার মধ্যে শাখা ব্যবস্থাপনা কমিটি হতে ২৪, ০১ জন জেন্ডার ফোকাল, ০১ জন জেলা জোট প্রতিনিধি, ০১ জন প্রকল্প প্রতিনিধি।
- শাখা ব্যবস্থাপনা কমিটিঃ ১২ টি, প্রতিটি শাখা ব্যবস্থাপনা কমিটিতে সদস্য ০৯ জন যার মধ্যে ৮ জন প্রাথমিক সমিতি হতে নির্বাচিত হয়ে এসেছেন ০১ জন পদাধিকার বলে শাখা ব্যবস্থাপক।
- সাধারাণ সমিতিঃ ১০৫০ টি, প্রতিটিতে গড়ে সদস্য ১৮ জন মোট সদস্য ১৯০৫৪ জন।

খ. সংস্থা পর্যায়েঃ

- পাঁচ বছর মেয়াদী (২০১৩-২০১৮) সংস্থার কৌশলগত পরিকল্পনা হালনাগাদ করা হয়েছে
- পলিসি ও ম্যনুয়াল হালনাগাদ করা হয়েছে যেমন- আপদকালীন পরিকল্পনা, মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা, জরুরী দূর্যোগ নীতিমালা, জেন্ডার নীতিমালা হালনাগাদ করা হয়েছে।
- যৌন হয়রানী প্রতিরোধ নীতিমালা এবং জরুরী দূর্যোগ লজিস্টিক এন্ড ফাইনান্সিয়াল নীতিমালা প্রস্তুত করা হয়েছে।
- সংস্থার কর্মএলাকা বগুড়া জেলায় (০৫ টি উপজেলায়) সম্প্রাসারিত হয়েছে।
- ইনক্লুসিভ হোম সলুশন লিমিটেড এবং ড্যানচার্জ এইড (ইনফরমাল) পার্টনারশীপ ডেভোলপ হয়েছে।

টেবিল নং-১০

ক্রমঃ	কাজের বিবরন	প্রতিবেদন বছরের অর্জন
১	ভিডিসি	২২
২	ভিএসএল গ্রুপ	৪০৩
৩	সিবিও	৪০
৪	উৎপাদক দল	৪৪
৫	ইউজার গ্রুপ	৪৪৪
৬	ইউজার কমিটি	৮২
৭	সিএজএজি	৩৪
৮	ইউপিজি	১২৪
৯.	এ্যাডলোসেন্ট গ্রুপ	৭১
১০	কৃষক দল	১২০
১১	প্রাথমিক সমিতি গঠন	১০৫০
১২	শাখা ব্যবস্থাপনা কমিটি	১২
১৩	কেন্দ্রীয় ফেডারেশন কমিটি	০১

- সংস্থায় কর্মরত বিভিন্ন লেভেলের কর্মীদের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য দেশে ও বিদেশে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে।
- নতুন করে তিনটি প্রকল্পের কাজ শুরু হয় যথা টমটম এলার্ট প্রকল্প (কনসার্ন ইউনিভার্সেল), আর্সেনিক রিহেভিলিটেশন (অক্সফাম) ও হোম সলিউশন (হোম সলিউশন লিঃ)।
- কর্মী সংখ্যা ৪১৭ হতে ৫১৮ উত্তীর্ন হয়েছে।
- নারী কর্মীদের সংখ্যা ৩১ % হতে ৩৫% উন্নীত।
- সংস্থার গ্রহনযোগ্যতা বৃদ্ধির জন্য সরকারী কর্মকর্তা, দাতা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি, উন্নয়ন সহযোগী, উপকারভোগী, সাধারণ পরিষদ ও নির্বাহী পরিষদের সদস্যদের নিয়ে সংস্থার ৩০ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকি পালন করা হয়।

চরাঞ্চলের দলীয় সদস্যদের গ্রুপ-ভিত্তিক দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষন

তৃতীয় অধ্যায়

চলমান কর্মসূচির (২০টি) সংক্ষিপ্ত বিবরণ

১. *রি-কল*
২. *সিএলপি*
৩. *ই-আর*
৪. *এসডিএলজি*
৫. *পিআরএডিজি*
৬. *এসএনপিভিআই*
৭. *আর্সেনিক রিহেবিলিটেশন*
৮. *ওএইচসিবি*
৯. *আইজিপি*
১০. *সমৃদ্ধি*
১১. *হোম সলুশন*
১২. *টামটাম এলার্ট*
১৩. *এফআইপি*
১৪. *ভিটুআর*
১৫. *সাসফার*
১৬. *শিক্ষা*
১৭. *ইআর +*
১৮. *আমরাই পারি*
১৯. *সিএসসিএমডিআরআর*
২০. *আমার অধিকার ক্যাম্পেইন*

এক নজরে চলমান প্রকল্প সমুহ

ক্রম	প্রকল্পের নাম, সময়কাল, উপকারভোগীর সংখ্যা এবং কর্মএলাকা	ফলাফল
১	রেজিলেন্স থ্রো ইকোনোমিক এম্পাওয়ারমেন্ট, ক্লাইমেট এডাপটেশন, লিডারশীপ এন্ড লার্নিং (রি-কল) সময় কাল ০১ জুলাই ২০১০ হতে মার্চ ২০১৫ উপকারভোগীঃ ৪২১৩ টি পরিবার কর্মএলাকাঃ সিরাজগঞ্জ জেলার ০২ টি উপজেলার ০৩ টি ইউনিয়ন	• ২৮ টি সিবিও সামাজিক পর্যায়ে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা ও আপদকালীন পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন করছে। • ৩০০ উদ্যোক্তাদের দলীয় ও ব্যক্তি পর্যায়ে কৃষি ও অকৃষি খাতে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষন, অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও বাজার ব্যবস্থাপনায় সহযোগীতা প্রদান করা হয়েছে। উদ্যোক্তাগণ স্বাবলম্বী পরিবার হিসেবে কর্মএলাকায় উদাহরণ সৃষ্টি করেছে । এদের মধ্যে ৫ জন ট্রেড লাইসেন্স পেয়েছে। • সমাজভিত্তিক সংগঠনসমুহ এ্যাডভোকেসীর জন্য ইস্যু নির্বাচন করে, সে বিষয়ে স্থানীয় সরকার ও প্রশাসন এবং সেবা দানকারী প্রতিষ্ঠানসমুহের সাথে যোগাযোগ করে প্রায় ২২৭৫ পরিবার বিভিন্ন সরকারী সেবার সাথে সম্পৃক্ত হয়েছে। • নারী নেতৃত্ব উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে সিবিও পর্যায়ে নারীদল (২৮ টি, ৬৩৬ জন), কিশোরীদল (২৮ টি ৫৩৮ জন), স্কুল ফোরাম (৪ টি-৭২ জন) এবং চেঞ্জমেকারদের (২২০০) দক্ষতা উন্নয়নের জন্য মোট ৩৪৪৬ জন নারী মবিলাইজ করা হয়েছে। • পরিবার ও সামাজিক পর্যায়ে দক্ষতার মাধ্যমে পরিবার থেকে গ্রাম-ইউনিয়ন-উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে বিভিন্ন প্লাটফর্মের মাধ্যমে নারী নির্যাতন বন্ধ, বাল্য বিবাহ প্রতিরোধ, যৌতুকবিহীন বিয়ে ইত্যাদি প্রচারাভিযান পরিচালনা ও বিপদাপন্ন পরিবারসমুহের স্বত্ত্বাধিকার ও অধিকার পূরণে সমষ্টিগত এবং এককভাবে শক্তিশালী পদক্ষেপ গ্রহন করছে।
২	চর জীবিকায়ন কর্মসূচী (সিএলপি) সময়কালঃ ০১ জুলাই ২০১১ হতে জুন ২০১৬ উপকারভোগীঃ ৩২৫৮ টি পরিবার কর্মএলাকাঃ টাংগাইল জেলার চারটি উপজেলার ১০ টি ইউনিয়ন	• সিএলপি'র মাধ্যমে নির্বাচিত কর্মএলাকার প্রায় ৩০% পরিবার সরাসরি কৃষি, পশু পালন, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, পানি ও পয়ঃনিষ্কাসন, অবকাঠামো উন্নয়ন, সঞ্চয় ও সামাজিক নিরাপত্তা সহযোগিতার আওতায় এসেছে। • কৃষি ও পশুপালন কার্যক্রম বাস্তাবায়নের জন্য পরিবার প্রতি গড়ে ৩০ হাজার টাকা অনুদান প্রদান, যা বিনিয়োগের মাধ্যমে বর্তমানে পরিবারপ্রতি ১ লক্ষ টাকার আয় বা উৎপাদনমুখী সম্পদ দৃশ্যমান রয়েছে। বার্ষিক পারিবারিক আয় গড়ে ৬০ হাজার টাকার উর্ধে নিশ্চিত করা হয়েছে। • পানি ও পয়ঃনিষ্কাসন সুবিধাসহ বন্যামুক্ত বসতবাড়ী নির্মানের জন্য পরিবার প্রতি গড়ে ২৩ হাজার টাকা ব্যয় করার মাধ্যমে বন্যামুক্ত বসতবাড়ী নির্মান ও বসতভিটায় কৃষি ও পশুপালনসহ বিভিন্ন আয়মুখী কাজ বাস্তবায়ন করে। • নদী ভাঙ্গনে আক্রান্ত মোট ৩৩১ টি পরিবার কে পূর্ণবাসিত করা হয়েছে। • ৩২৫৮ টি পরিবারকে প্রয়োজন অনুযায়ী নিবিড় স্বাস্থ্য পরিচর্যা, পরিবার পরিকল্পনা ও পুষ্টি বিষয়ক সেবা প্রদান করা হচ্ছে। • স্থানীয় পর্যায়ে ৩০ জন চর স্বাস্থ্যকর্মী ও ২৫ জন চর পুষ্টিকর্মী নির্বাচন ও প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে। পারিবারিক পর্যায়ে স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সমস্যা চিহ্নিতকরণ, কমিউনিটি ক্লিনিকে প্রেরণ, কাউন্সিলিং, ওষুধ সরবারহ, প্রয়োজন অনুযায়ী রেফার ও ফলোআপ করা হচ্ছে।

ক্রম	প্রকল্পের নাম, সময়কাল, উপকারভোগীর সংখ্যা এবং কর্মএলাকা	ফলাফল
		• ২৪৭ টি ভিএসএল সমিতির মাধ্যমে মোট ৫৬৯৫২০০ টাকার সঞ্চয় তহবিল গঠন করা হয়েছে এবং ৪৮৯৫৩০২ টাকা আয়বৃদ্ধিমূলক কাজে বিনিয়োগ করা হয়েছে। • ১০ টি ভুমিহীন পরিবারকে মোট ২.৮২ একর খাস জমি বন্টনের মাধ্যমে পূর্ণবাসিত করা হয়েছে।
৩	এনহ্যান্সিং রেজিলেন্স প্রোগ্রাম (ইআর) সময়কালঃ ২০০৮-২০১৬ মোট উপকারভোগীঃ ১৩০০০ কর্মএলাকাঃ সিরাজগঞ্জ ও পাবনা জেলার ০৮ টি উপজেলার ২৫ টি ইউনিয়ন	• তৃণমূল পর্যায়ে ২৪৬ জন নারী নেতৃত্ব তৈরি হয়েছে। • মোট উপকারভোগীদের ২৫১৮০৯৩৫ টাকা সঞ্চয় তহবিল গঠিত হয়েছে। • ৪১ টি বন্যা ঝুঁকিমুক্ত গুচ্ছগ্রাম তৈরির মাধ্যমে ৭১৫ টি অতিদরিদ্র পরিবার বসবাস করছে। • ০৮ টি বন্যা আশ্রয় কেন্দ্র নির্মান করা হয়েছে যেখানে বন্যাকালীন সময়ে আক্রান্ত মানুষ তাদের সহায় সম্পদ নিয়ে আশ্রয় গ্রহন করতে পারছে। • ৫০ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট ২৭ টি রাস্তা নির্মান করা হয়েছে যেখানে চরাঞ্চলের মানুষের যোগাযোগ ব্যবস্থায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছে।
৪	স্ট্রেনথেনিং ডেমোক্রেডিট লোকাল গভারনেন্স (এসডিএলজি) সময়কালঃ ২০১২- ২০১৪ মোট উপকারভোগীঃ ১২৯৬ ৪৩ টি ইউনিয়ন পরিষদ, ০৫ টি পৌরসভা, ০৫ টি উপজেলা পরিষদ কর্মএলাকাঃ সিরাজগঞ্জ জেলার ৫ টি উপজেলার ২৭ টি ইউনিয়ন, ৪ টি পৌরসভা এবং বগুড়া জেলার ০৬ টি উপজেলার ১ টি পৌরসভা ও ১৬ টি ইউনিয়ন	• ৪৩ টি ইউনিয়ন পরিষদের ৩৫১ টি স্ট্যান্ডিং কমিটি গঠন ও কার্যকর করা হয়েছে। • স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার আওতায় ৪৮ টি স্থানীয় পরিষদে কর নির্ধারণ, কর মেলা, কর সংগ্রহ এবং করের টাকায় ১১৪ টি উন্নয়ন প্রকল্প সর্বস্তরের জন সাধারণের অংশগ্রহনের মাধ্যমে স্থানীয়ভাবে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। • কর আদায় ও কর প্রদানের প্রবণতা বেড়েছে। গত অর্থবছরে কর আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছে ৬.২৩ গুন, কর আদায় বৃদ্ধি পেয়েছে ১২গুন, লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে অর্জনের হার বৃদ্ধি পেয়েছে ৪০%। • ষ্টান্ডিং কমিটি সংশ্লিষ্ট সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম মনিটরিং এর মাধ্যমে কার্যকরী সেবা প্রদানে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা রেখেছে। • ৪৮ টি স্থানীয় সরকার পরিষদের উন্মুক্ত বাজেট প্রণয়নে সহায়তা প্রদান। • ওয়ার্ড পর্যায়ে বাজেট পুর্ব সভায় পুর্বের বছরের খরচ ও কাজের বিবরণ উপস্থাপন, সম্ভাব্য আয় ও ব্যয়ের খাত নির্বাচন করার মাধ্যমে পরিকল্পনায় জন অংশগ্রহন, কাজের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা হয়েছে।
৫	প্রমোটিং রাইটস একসেসিবিলিটি অফ দ্যা আল্ট্রা পুওর ইন চর ল্যন্ড এরিয়াস থ্রু ডেমোক্রেডিট লোকাল গভর্নেন্স (পিআরএডিজি) সময়কালঃ ২০১৩-২০১৫ উপকারভোগীঃ ২৮০০০	• ৯৬ টি সিএসএজি গঠন ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে তারা ইউনিয়ন পর্যায়ে বিভিন্ন কাজের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে ওয়ার্ড পর্যায়ে পরিকল্পনা মিটিং ইউনিয়ন পর্যায়ে বাজেট সেশনে (৩০ টি) অংশগ্রহন করছে। • কর্ম এলাকায় ২৮০০০ অতিদরিদ্র পরিবারের তালিকা প্রনয়ণ করে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের মাধ্যমে তা যাচাই বাচাই সাপেক্ষে অনুমোদন করানো হয়েছে এবং উক্ত তালিকা কর্ম এলাকায় সরকারী বেসরকারী পর্যায়ে বিভিন্ন কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত করার প্রচেষ্টা অব্যহত রয়েছে • অতিদরিদ্র পরিবারের সদস্যদের সরকারী ও বেসরকারীভাবে ১১০০০ পরিবারকে সেবা প্রাপ্তিতে সহযোগিতা করা হয়েছে। • চরাঞ্চলে ৯০ টি অতিদরিদ্র সংগঠন তৈরি ও তাদের সামাজিক অধিকার

ক্রম	প্রকল্পের নাম, সময়কাল, উপকারভোগীর সংখ্যা এবং কর্মএলাকা	ফলাফল
	কর্মএলাকাঃ সিরাজগঞ্জ জেলার ০৫ টি উপজেলার ৩০ টি ইউনিয়ন	বিষয়ে সচেতন করা হয়েছে। তাদের ন্যায়বিচার ও সেবাপ্রাপ্তিতে প্রবেশাধিকার বৃদ্ধি পেয়েছে।
৬	সারভাইভারস নেটওয়ার্ক প্রিভেনশন এন্ড বেটার ইনক্লুশন (এসএনপিভিআই) প্রকল্প সময়কালঃ ২০১২-২০১৬ উপকারভোগীঃ ১২১ জন কর্মএলাকাঃ সিরাজগঞ্জ জেলার সাতটি উপজেলার ৩১ টি ইউনিয়ন ও ২টি পৌরসভা	• সিরাজগঞ্জ জেলার ১৯২ জন এসিডদগ্ধদের মধ্যে ১২১ টি এসিডদগ্ধ মানুষকে নিবিড় চিকিৎসা ও আইনি সহায়তা দেওয়া হয়েছে এবং আইজিএ-র মাধ্যমে পূর্ণবাসিত করা হয়েছে। • সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য এসিড বিক্রেতা এবং সরকারী প্রশাসনের সাথে মতবিনিময় সভা, র‌্যালি, স্কুল ক্যাম্পেইন ও বাজার ক্যাম্পেইন করার মাধ্যমে এসিড ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এসিড বিক্রেতাদের রেজিস্ট্রেশনের আওতায় আনার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। • এসিড আক্রান্ত ব্যক্তিদের প্রাথমিক চিকিৎসা বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধি এবং ১২১ জনকে মনোসামাজিক চিকিৎসা প্রদান করা হয়েছে।
৭	আর্সেনিক রিহেবিলিটেশন প্রকল্প (এআরপি) সময়কালঃ মে ২০১৪ - ডিসেম্বর ২০১৪, উপকারভোগীঃ ১০২ কর্মএলাকাঃ সিরাজগঞ্জ জেলার ৫টি উপজেলার, ১টি পৌরসভা সহ ১৯টি ইউনিয়ন	• ১০৭২ টি নলকুপের আর্সেনিক পরিক্ষা করা হয় ও ৯৩ টি নলকুপের সাথে আর্সেনিক সহনীয় মাত্রা বা নিরাপদ পানি সরবরাহের জন্য রিহ্যাবিলিটেশন কার্যক্রম বাস্তবায়নের পরিকল্পনা গ্রহন করা হয়।
৮	হিউমেনিটেরিয়ান ক্যাপাসিটি বিল্ডিং (এইচসিবি) উপকারভোগীঃ ২৬ জন সময়কালঃ ২০১২-২০১৪ কর্মএলাকাঃ সিরাজগঞ্জ	• সংস্থা পর্যায়ে মানব সম্পদ ব্যবস্থপনা পলিসি, জেন্ডার পলিসি, আপদকালীন পরিকল্পনা আপডেট এবং যৌন হয়রানী প্রতিরোধ নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে। • ইর্মাজেন্সি ফুড সিকিউরিটি, প্রাইমারী হেলথ প্রমোশন, প্রাইমারী হেলথ ইঞ্জিনিয়ারিং, ইর্মাজেন্সি ফাইনান্স ও ইর্মাজেন্সি লজিস্টিক হিসেবে ০৫ জন কর্মীকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের উপর বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদানের ফলে সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে। • আপদকালীন পরিকল্পনা অনুসারে সংস্থায় কর্মরত কর্মীদের দায়দায়িত্ব সুনির্দ্রিষ্টকরণ, দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি হালনাগাদ, কর্মী ও স্বেচ্ছাসেবক পর্যায়ে 'স্কিল রোষ্টার' তৈরি ও দুর্যোগ আক্রান্ত এলাকার 'প্রি ক্রাইসিস ডাটা' সংগ্রহ করা হয়েছে।
৯	ইনকাম জেনারেটিং প্রোগ্রাম (আইজিপি) সময়কালঃ ১৯৯১ হতে চলমান উপকারভোগীঃ ১৯০৫৪ কর্মএলাকাঃ সিরাজগঞ্জ জেলার ৪ টি উপজেলার ২২ টি	• পুজি সরবারাহের মাধ্যমে স্থানীয়ভাবে মোট ১৯০৫৪ টি পরিবারের কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি এবং আয় বৃদ্ধিতে অবদান রাখছে। • ১০৫০ টি প্রাথমিক দল/সমিতি গঠনের মাধ্যমে ১৯০৫৪ নারী সদস্যদের সংগঠিত করা হয়েছে এবং দলগুলোর প্রাতিষ্ঠানিক রুপান্তরের প্রক্রিয়া অব্যহত রয়েছে। • দলের সদস্যদের মোট ৫৫৮১২৪২২ টাকার সঞ্চয় তহবিল গঠন হয়েছে। • প্রতিবেদন অর্থ বছরে মোট ২৬০৭৯৬০০০ টাকা ঋণ বিতরণ করা

ক্রম	প্রকল্পের নাম, সময়কাল, উপকারভোগীর সংখ্যা এবং কর্মএলাকা	ফলাফল
	ইউনিয়ন ও টাংগাইল জেলার ২ টি উপজেলার ২ টি ইউনিয়ন	হয়েছে ● ক্ষুদ্র ব্যবসা-(ফেরি করা, মুড়ি ভাজা, দোকান, তাঁত, সবজি বিক্রি), গরু পালন, ভ্যান রিকসা, জমি লিজ, হাঁস মুরগী পালন, সবজি চাষ, মাছ চাষ, ছাগল পালন। ● রিওপার মাধ্যমে ৫১৬৬ পরিবার বিভিন্ন আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীল হয়েছে।
১০	সমৃদ্ধি সময়কালঃ ২০১২ হতে চলমান উপকারভোগীঃ ৩৫১৭ টি পরিবার কর্মএলাকাঃ সিরাজগঞ্জ জেলার চৌহালি উপজেলার ০১ টি ইউনিয়ন	● ৩৫১৭ টি পরিবারে সমন্বিত উদ্যোগে দারিদ্রতা দূরীকরণ, স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিতকরণ, শিক্ষার মানোন্নয়ন ও তহবিল সরবরাহের মাধ্যমে আয় বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম ও কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি ● উপকারভোগীদের স্কুলগামী বাচ্চাদের প্রায় ১০০ ভাগ স্কুলমূখী করা হয়েছে (৭৪৭ জন ছাত্র/ছাত্রী)। ● ৫৫৩ জন রোগীকে চক্ষু ক্যাম্পের আওতায় চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে তন্মধ্যে ৬৯ জন কে অপারেশন করে ছানিমুক্ত এবং ১৬৬ জন কে বিনামুল্যে চশমা বিতরণ করা হয়েছে। ● ০৫ জন ভিক্ষুককে পূর্নবাসন করা হয়েছে। ● কর্মএলাকার ২০ টি গ্রাম ছানিমুক্ত ও ভিক্ষুকমুক্তকরার প্রক্রিয়া অব্যহত হয়েছে। ● বিশেষ সঞ্চয় কার্যক্রমের আওতায় ২০ জন স্বাবলম্বি হয়েছেন। ● সামাজিক অবকাঠামো যেমন টিউবওয়েল-২৬, ল্যাট্রিন-৩২, বাশের সাকো-২, রিংকালভার্ট- ৫ টি নির্মান করা হয়েছে।
১১	হোম সলুশন সময়কালঃ ২০১৩ হতে চলমান উপকারভোগীঃ ৫০ কর্মএলাকাঃ সিরাজগঞ্জ জেলার ৩ টি উপজেলার ৬ টি ইউনিয়ন	● ৫০ টি দরিদ্র পরিবারসমুহে সহজ শর্তে ঋন প্রদানের মাধ্যমে স্থায়ীত্বশীল ও মানসম্মত (মেঝেপাকা সহ বারান্দা ও ২ কক্ষ বিশিষ্ট ঘর যেখানে পানি ও পয়নিঃস্কাসন ব্যবস্থা রয়েছে) বাসস্থান নির্মান করা হয়েছে
১২	বন্যার আগাম সতর্কবার্তা ও টম টম এলার্ট প্রকল্প সময়কালঃ ২০১৪-২০১৫ উপকারভোগীঃ ৩০০ কর্মএলাকাঃ সিরাজগঞ্জ জেলার ০২ টি উপজেলার ০২ টি ইউনিয়ন	● আগাম সতর্কবার্তা ব্যবস্থার গুনগত মান উন্নয়ন প্রক্রিয়া সমৃদ্ধ করা,স্বাবলম্বী, স্থায়ীত্বশীল বানিজ্যিক মডেল স্থাপন (দূর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি কমিয়ে আনার উদ্দেশ্যে বন্যা পূর্বাভাস ও সর্তকবার্তা প্রেরণ করার উদ্দেশ্যে প্রকল্পটি মাত্র জুন ২০১৩ তে শুরু হয়েছে)।
১৩	ফ্লাড ইনসুরেন্স প্রকল্প (এফআইপি) সময়কালঃ ২০১১-২০১৫ উপকারভোগীঃ ১৬৬১ টি পরিবার কর্মএলাকাঃ সিরাজগঞ্জ জেলার ২ টি উপজেলার ০৪ টি ইউনিয়ন	● ১৬৬১ পরিবারকে বীমার আওতায় এসে তাদের দূর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ● দূর্যোগ ঝুকি হ্রাস ও বন্যা ঝুঁকি স্থানান্তর প্রক্রিয়ায়- এসডিসি, অক্সফাম, প্রগতি ইন্সুরেন্স, এমএমএস এবং উপকারভোগীদের মাঝে লিংকেজ স্থাপিত হয়েছে। যারফলে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার সহজেই ক্ষতিপূরণ পেতে পারে।
১৪	ভালনারবিলিটি টু রেজিলিয়েন্স (ভিটুআর)	● ১২ টি গ্রামে সামাজিক প্রতিষ্ঠানের সাংগঠনিক সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং স্বীকৃতি হিসেবে তারা সমাজসেবা ও সমবায় অধিদপ্তর হতে

ক্রম	প্রকল্পের নাম, সময়কাল, উপকারভোগীর সংখ্যা এবং কর্মএলাকা	ফলাফল
	সময়কালঃ ২০০৯-২০১৪ উপকারভোগী- ১২৫০ কর্মএলাকাঃ সিরাজগঞ্জ জেলার তিনটি উপজেলার ৫ টি ইউনিয়ন	রেজিস্টেশন পেয়েছে। • সম্পদে নারীদের (১২৫০ জন) প্রবেশাধিকার বেড়েছে এবং খাদ্য প্রক্রিয়াজাত এবং বাজারজাতকরণ, হাঁস মুরগী, গবাদিপশু, মাছ চাষ, নার্সারী, বসত ভিটায় সবজি চাষ, তাঁত, সেলাই মেশিন ইত্যাদির মাধ্যমে কর্মসংস্থান ও বাড়তি আয়ের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। • ১২০ জন দক্ষ দূর্যোগ স্বেচ্ছাসেবক তৈরি হয়েছে যারা বন্যাকালীন সময়ে দ্রুত ত্রাণ ও উদ্ধার তৎপরতায় অংশগ্রহন করে। • জীবিকায়নের মৌলিক সুবিধাসহ ০১ টি গুচ্ছ গ্রামে ২৫ টি অতি দরিদ্র পরিবারকে পূনর্বাসিত করা হয়েছে। • পানি ও পয়ঃনিস্কাসন সুবিধা সহ ৪২৮ টি বন্যামুক্ত বসতভিটা নির্মান করা হয়েছে যারা দূর্যোগকালীন সময়ে স্বাভাবিক জীবনযাত্রা অব্যহত রাখতে পারছে। • ০৬ টি নার্সারী স্থাপন এবং ৬০০০ ফলদ গাছের চারা বিতরণের মাধ্যমে পুষ্টিমান নিশ্চিত করার চেষ্টা করা হয়েছে ।
১৫	মাটির উর্বরতা ও খাদ্য নিরাপত্তা প্রকল্প (সাসফার) সময়কালঃ ২০১০-২০১৩ উপকারভোগীঃ ৩৪০৮ কর্মএলাকাঃ সিরাজগঞ্জ জেলার তিনটি উপজেলার ৬ টি ইউনিয়ন	• ৩৪০৮ টি পরিবারে উন্নত জাতের বন্যা ও খরা সহনশীল ধান ও সবজির বীজ স্থানীয় কৃষকদের মাঝে পরিচিতি ঘটানো ও উৎপাদনের পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে যার মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি হয়েছে। • আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতি (নিড়ানী-৫৯৯ টি, ওয়েভিং মেশিন ১০৪ টি, পাওয়ার টিলার ২৪ টি, পিটিওএস ০৩ টি, এসটিডব্লিউ ৩৪ টি, হ্যান্ড স্প্রেয়ার-৩৫৯ টি, প্যাডল থ্রেশার-৩০ টি, ১.৫ এইচ পি মটর ১৬ টি, ফুট স্প্রেয়ার ০৮ টি ও স্ট্যান্ড ফ্যান ০৯ টি) কৃষক ফেডারেশনের মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ে বিতরনের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে একই সাথে আয় বৃদ্ধি পেয়েছে। • মাটির উর্বরতা পরীক্ষার মাধ্যমে সারের সুষম মাত্রা নিদের্শনাসহ কার্ড প্রদান করা হয়েছে। এতে করে কৃষকের উৎপাদন খরচ হ্রাস পেয়েছে ।
১৬	শিক্ষা কর্মসূচী সময়কালঃ ২০০৪ হতে চলমান উপকারভোগীঃ ৫১৮ কর্মএলাকাঃ সিরাজগঞ্জ জেলার ০৩ টি উপজেলা, ৪ টি ইউনিয়ন	• নির্ধারিত এলাকায় ঝরে পড়া শিক্ষার্থীর সংখ্যা শুন্যের কোঠায় নিয়ে আসা হয়েছে। • যুগোপযোগী পদ্ধতিতে শিক্ষা দান ও শিক্ষার গুনগত মান নিশ্চিত করার পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। • দরিদ্র ও হতদরিদ্র পরিবারের স্কুলগামি শিশুদের স্কুল গমন নিশ্চিত করা।
১৭	এ্যানহ্যান্সিং রেজিলিয়েন্স+ (ইআর+) সময়কালঃ ২০১৩-২০১৪ উপকারভোগীঃ ২৩৩৬ কর্মএলাকাঃ সিরাজগঞ্জ জেলার ০১ টি উপজেলা, ০৩ টি ইউনিয়ন।	• সকল উপকারভোগীদের জলবায়ু পরিবর্তন ও দূর্যোগে ঝুঁকি হ্রাসে সক্ষমতা বৃদ্ধি • ২৩৩৬ জন উপকারভোগীর সামর্থ্য ও যোগ্যতা অনুযায়ী ব্যবসায়িক পরিকল্পনা প্রণয়ন, বিষয় ভিত্তিক প্রশিক্ষণ ও অর্থনৈতিক সহযোগীতা প্রদানের ফলে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হয়েছে।
১৮	নেটওয়ার্ক	
১৮.১	আমরাই পারি নারী নির্যাতন প্রতিরোধ জোট সময়কালঃ ২০১৩-২০১৫ উপকারভোগীঃ ৭৮০০০	• সিরাজগঞ্জ জেলার ৭৮০০০ চেঞ্জমেকার তৈরি যারা পারিবারিক ও সামাজিক ভাবে নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে স্বোচ্চার হয়েছে। • ২৯০ জন নারী নেতৃত্বের উন্নয়ন হয়েছে। • জেলা ও জাতীয় পর্যায়ের এলায়েন্স এর সাথে তৃণমূল পর্যায়ের

ক্রম	প্রকল্পের নাম, সময়কাল, উপকারভোগীর সংখ্যা এবং কর্মএলাকা	ফলাফল
	কর্মএলাকাঃ সিরাজগঞ্জ	চেঞ্জমেকারগণের যোগাযোগ ও সমন্বয়সাধন এর মাধ্যেমে 'আমারাই পারি' (আমরাই পারি নারীর বিরুদ্ধে সকল প্রকার নির্যাতন বন্ধ করতে) প্রচারাভিযান অব্যহত রাখা হয়েছে।
১৮.২	সিএসসিএমডিআরআর সময়কালঃ ২০১৩-২০১৫ উপকারভোগীঃ৪০ কর্মএলাকাঃ সিরাজগঞ্জ	● যে কোন দূর্যোগে দ্রুত ও কার্যকরী সাড়া প্রদানের জন্য সংস্থার পলিসি উন্নয়ন ও স্থানীয়ভাবে দূর্যোগ স্বেচ্ছাসেবক তৈরি ও প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে সাংগঠনিক সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে।
১৮.৩	আমার অধিকার ক্যাম্পেইন সময়কালঃ ২০১২-২০১৫ উপকারভোগীঃ ৩৮৯০ (১০ টি স্কুল) কর্মএলাকাঃ সিরাজগঞ্জ জেলার ০১ টি উপজেলার ০১ টি ইউনিয়ন।	● নির্বাচিত ১০ টি স্কুলে স্টুডেন্ট কাউন্সিল গঠন, স্কুল ম্যানেজমেন্ট কমিটি, প্যারেন্টস টিচারস এসোসিয়েশন কার্যকর করার মাধ্যমে শিক্ষার গুনগত মান বৃদ্ধি করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করা হয়েছে।

গ্রাম পর্যায়ে সঞ্চয় ও ঋণ প্রকল্পের মাধ্যমে প্রায় ৩০০০ পরিবার স্বাবলম্বী

দারিদ্রতা মানুষের সব থেকে বড় অভিশাপ। এই অভিশাপ থেকে প্রত্যেকেই মুক্তি পেতে চায়। জীবন যুদ্ধে কেউ পরাজিত হয়, কেউ তা কাটিয়ে সাফল্যের দোরগোড়ায় পৌছে যায়। এই অসহায় মানুষদের অসহায়ত্ব দুর করতে মানব মুক্তি সংস্থার চর জীবিকায়ন কর্মসুচী (সিএলপি) এর গ্রামীন সঞ্চয় ও ঋণ প্রকল্পের সহায়তায় টাঙ্গাইল জেলার নাগরপুর, টাঙ্গাইল সদর, কালিহাতি ও ভুয়াপুর উপজেলার চর অঞ্চলের দারিদ্রতার অভিষাপ থেকে মুক্ত হতে পেরেছে।

সঞ্চয় ও ঋণ প্রকল্পের কার্যক্রমের সাথে জড়িত এমন কিছু পরিবারের সাথে কথা বললে তারা বলেন-_*আমরা চর অঞ্চলের দরিদ্র মানুষ, আমাদের নুন আনতে পান্তা ফুরাই আমরা সংসারের অভাবের জন্য গ্রামের মহাজনদের নিকট থেকে চড়া সুদে ঋণ নিয়ে বিভিন্ন কাজে বিনিয়োগ করতাম, মহাজনদের টাকা সময় মত পরিশোধ করতে না পারলে ঘরে যা কিছু থাকত তা নিয়ে যেত, আমরা গরীব থেকে আরো গরীব হতাম। এমত:অবস্থায় মানব মুক্তি সংস্থার চর জীবিকায়ন কর্মসুচী (সিএলপি) এর গ্রামীন সঞ্চয় ও ঋণ (ভিএসএল) প্রকল্পের মাধ্যমে আমরা সমিতি করে শেয়ার কেনার মাধ্যমে সঞ্চয় জমা করি। আমাদের জমানো টাকা নিরাপদে রাখার জন্য ৩ তালা বিশিষ্ট বাক্সে রাখি, বাক্স থাকে এক জনের বাড়ি, ৩ তালার চাবি থাকে অন্য ৩ জনের কাছে। আমরা আমাদের সমিতি পরিচালনার জন্য ভোটের মাধ্যমে ৫সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করি। আমাদের সঞ্চয় থেকে আমরা ঋণ গ্রহণ করে বিভিন্ন আয় বৃদ্ধি মূলক কাজ করে সংসারের অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে থাকি। আমরা আমাদের সমিতির বাইরের কাউকে ঋণ দেয় না। আমরা ঋণ গ্রহণ করে যে সেবা মূল্য মাসিক শতকরা ৫ টাক প্রদান করি। আমরা ঋণ পরিশোধ করি ৩ মাসের মধ্যে। এ ভাবে আমরা সমিতি পরিচালিত হয় ১ বছর। ১বছর পর আমরা শেয়ার অনুপাতে লভ্যাংশ সহ সকল টাকা ভাগ বন্টন করে নেই, এবং পরবর্তী বছর আবার পুনরায় শুরু করি। শেয়ার আউট এর পরে যদি কেউ সমিতিতে না থাকতে চায় তাহলে সে চলে যেতে পারে এবং নতুন সদস্য ভর্তি হতে পারে। এ ভাবে আমরা নিজেরা একত্রিত হয়ে টাকা সমিতির মাধ্যমে টাকা জমা করি । এখন আমাদেরকে টাকার জন্য অন্য কারও নিকট যেতে হয় না। ভিএসএল সমিতি চালু হওয়ার ফলে আমাদের এলাকায় মহাজনী ঋণ আর কেউ নেয় না।*

সঞ্চয় ও ঋণ প্রকল্পের মাধ্যমে শেয়ার আউট ও শেয়ার বিক্রি একটি ব্যতিক্রম ধরনের বিনিয়োগধর্মী কার্যক্রম যার মাধ্যমে চরাঞ্চলের প্রায় তিন হাজার পরিবার নিজেরাই নিজেদের সমিতির কার্যক্রম পরিচালনা করছে। সমাজ সেবা অফিস থেকে নিব্ধধন নিয়ে বড় আকারে কাজ করার সামর্থ্য রয়েছে বলে আমার বিশ্বাস।

চতুর্থ অধ্যায়

ফিরে দেখা ,
দিকনির্দেশনা

ও

আর্থিক বিবরনী

চ্যালেঞ্জ
সবল দিক
স্মরণীয় স্মৃতি
টিকে থাকার কৌশল
শিক্ষণীয় বিষয়
আর্থিক বিবরনী
উপসংহার

চ্যালেঞ্জঃ

- কর্মএলাকা দূর্যোগপ্রবণ (বন্যা ও নদী ভাঙ্গন) ও যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন
- রাজনৈতিক অস্থিরতা
- দাতা প্রতিষ্ঠানের ফান্ড কমের যাওয়ার প্রবণতা/অনিশ্চয়তা
- কর্মএলাকা প্রত্যন্ত দূর্যোগপ্রবণ, দুর্গম ও যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হওযায় নারী কর্মীদের ধরে রাখা যাচ্ছে না ।

সংস্থার সবল দিকঃ

- প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটি আর্থিক ভাবে স্বাবলম্বী হয়েছে।
- গরু পালন, মুরগীর ও কবুতরের পালনের মাধ্যেমে প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব আয় বৃদ্ধি পেয়েছে।
- গোখাদ্য উৎপাদন ও বিতরণের মাধ্যমে কমিউনিটি পর্যায়ে গো-খাদ্য উৎপাদনের উৎসাহ বৃদ্ধি পেয়েছে।
- পরীক্ষামূলক ভাবে কলা, পেপে, শাকসবজি ও মসলা উৎপাদনের মাধ্যমে আয় বৃদ্ধি ও উন্নত কৃষি প্রযুক্তির সাথে স্থানীয় জনগণকে পরিচিত করানো হয়েছে।
- বিভিন্ন ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট (ভিডিও শো, মাল্টি মিডিয়া, দিবস উদযাপন) মাধ্যমে স্টেকহোল্ডারদের মাঝে সংস্থার গ্রহন যোগ্যতা বেড়েছে ও সাধারণ মানুষের মাঝে সচেতনতা সৃষ্টি হয়েছে।
- দাতা প্রতিষ্ঠান নির্ভর বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পগুলোর ধরণ ও চাহিদা অনুযায়ী আর্থিক ও কারিগরি সহেযাগীতা এবং সেবা প্রদানের মাধ্যমে কর্মসূচীর সুষ্ঠু বাস্তবায়নে ত্বরান্বিত করা হচ্ছে । ফলে কর্মসূচীর কাজের গুনগত মান ধরে রাখা সম্ভব হয়েছে এবং দাতা প্রতিষ্ঠানের নিকট সংস্থার গ্রহন যোগ্যতা বেড়েছে।
- স্থানীয় পর্যায়ে সরকারী ভাবে আয়োজিত ইভেন্ট এ আর্থিক ও কারিগরি সহযোগিতা প্রদান করা হয় ফলে সরকারী প্রতিষ্ঠানসমুহে সংস্থার গ্রহন যোগ্যতা বৃদ্ধি পেয়েছে।
- জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস স্থানীয় প্রশাসনের সাথে যৌথভাবে পালন করা হচ্ছে।

উল্লেখযোগ্য স্মরনীয় স্মৃতি ঃ

- এমএমএস এর ৩০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে বিভিন্ন দাতা সংস্থা, স্থানীয় প্রশাসন ও শুভানুধায়ীদের সমন্বয়ে উদযাপন।
- ১০ জন ভুমিহীন পরিবারের মাঝে জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের উপস্থিতিতে খাসজমি বিতরণ।
- চরাঞ্চলের তৃণমূল পর্যায়ে ছোট ছোট ছেলেমেয়ে, নারী ও বয়স্ক মানুষের মাঝে শীত বস্ত্র বিতরণ।
- প্রকল্প অবহিতকরণ সভায় জেলা প্রসাশন কর্তৃক মানব মুক্তি সংস্থা কে মাটি ও মানুষের সংগঠন হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান।
- চক্ষু ক্যাম্পের মাধ্যমে চরাঞ্চলের অতিদরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত ৫৫৩ জনের চোখের চিকিৎসা ও প্রয়োজনুযায়ী অপারেশনের মাধ্যমে চোখের দৃষ্টি শক্তি ফিরিয়ে আনা।
- এসিড দূর্বৃত্তদের সর্বোচ্চ শাস্তির (মৃত্যুদন্ড) আওতায় আনা।

টিকে থাকার কৌশল ঃ

- বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দা পরিস্থিতিতে নিজস্ব আর্থিক উৎসের মাধ্যমে বিকল্প তহবিল গঠনের উদ্যোগ নেওয়া।
- এলাকায় চাহিদার আলোকে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে বিনিয়োগ করা।
- চর স্বাস্থ্য কেন্দ্রিক হাসপাতাল ও মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠা করা।
- বেসরকারী পর্যায়ে স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা।
- বিসিক ও অর্থনৈতিক জোনের মধ্যে নিজস্ব ট্রেনিং সেন্টার কাম রিসোর্ট প্রতিষ্ঠা করা।
- নতুন নতুন দাতা গোষ্ঠীর সাথে সম্পর্ক উন্নয়নের মাধ্যমে ফান্ড মবিলাইজ করা বা অর্থের বিকল্প উৎস খোজা
- ঢাকায় লিয়াজো অফিসকে ফান্ড মোবিলাইজের জন্য তৈরি করা।
- ক্ষুদ্র ঋনের পরিধি বাড়ানো।

❖ কর্মীদের প্রভিডেন্ট ফান্ডের অর্থ কোন ক্ষুদ্র বা মাঝারি শিল্পে বিনিয়োগের মাধ্যমে অর্থের বিকল্প উৎস তৈরি করা এবং কর্মীদের প্রণোদনার ব্যবস্থা করা।
❖ কর্মীদের চিকিৎসা ও চিকিৎসা তহবিল সৃষ্টি করা।
❖ বর্তমান ট্রেনিং সেন্টারকে আধুনিককরনের মাধ্যমে নিজস্ব অর্থের উৎস আরো শক্তিশালী করা।
❖ বর্তমান খামারবাড়ী, পোল্ট্রি ও ডেয়ারী ফার্মকে ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানে উন্নীত করা।
❖ ঢাকায় নিজস্ব পন্যের বাজার সৃষ্টির জন্য বিপনী বিতান প্রতিষ্ঠা করা।

শিক্ষনীয় বিষয়সমুহঃ

➢ যে কোন প্রকল্প হাতে নেওয়ার আগে লক্ষিত জনগোষ্ঠীর চিহ্নিতকরণ/তালিকা প্রস্তুত খুবই জরুরী এবং তালিকা প্রস্তুতে সমশ্রেনীর জনগণের সম্পৃক্ততা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।
➢ নদী ভাঙ্গনের বিষয়টি বিবেচনায় রেখে অবকাঠামো উন্নয়নমূলক কর্মসূচী হাতে নেওয়া আবশ্যক।
➢ কার্যক্রমের শুরুতেই মনিটরিং কার্যক্রম জোরদার করার মাধ্যমে কাজের গুনগত মান নিশ্চিত করা সহজ হয়।
➢ পটেনশিয়াল স্টেকহোল্ডার নিয়ে যৌথভাবে মাঠ কার্যক্রম পরিদর্শন এবং তাদের মতামত গ্রহন কর্মসূচী বাস্তবায়ন প্রক্রিয়াকে সহজ করে এবং স্বচ্ছতা নিশ্চিত করে।
➢ কর্মসূচীর গুনগতমান নিশ্চিত করার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ও পারঙ্গমশীল কর্মীর প্রয়োজন। এ জন্য দক্ষতা উন্নয়ন ও কমিটমেন্ট বাড়ানোর জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ একটি জরুরী বিষয়।
➢ সংস্থার ব্যবস্থাপনা পর্যায়ে বিকল্প নেতৃত্ব উন্নয়ন অত্যান্ত জরুরী যার ফলে কর্মসূচী বাস্তবায়ন সহজ হয় এবং সংস্থার গতিশীলতা ও স্থায়ীত্বশীলতা ত্বরান্বিত হয়।

আর্থিক বিবরনীঃ মানব মুক্তি সংস্থার বিশেষ করে সাধারন তহবিল, ক্ষুদ্রঋণ ও ট্রেনিং সেন্টারের আর্থিক বছর ধরা হয় জুলাই হতে জুন পর্যন্ত এবং দাতা প্রতিষ্ঠানের অর্থায়নে পরিচালিত প্রকল্প গুলো দাতা প্রতিষ্টানের আর্থিক বছর অনুযায়ী পরিচালত হয়। প্রতি জুলাই মাসে সাধারণ তহবিল, ক্ষুদ্রঋণ ও ট্রেনিং সেন্টারে আর্থিক হিসাব জাতীয় কোন অডিট কোম্পানি দ্বারা অডিট করা হয় এবং প্রকল্পগুলোর আর্থিক বছর শেষ হওয়ার সাথে সাথে দাতা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক মনোনিত কোন অডিট কোম্পানী দ্বারা অডিট করানো হয় যা পরবর্তীতে একত্রিত করে সমন্বিত অডিট প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়। ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের সংস্থার সমন্বিত অডিট প্রতিবেদন অনুযায়ী মোট সম্পদ ১৮৯৮৩৬৫৬৮ বীপরিতে দায় ৯৯৬০৮০৯৪ টাকা।

Consolidated Statements of Financial Position as of 30 June 2014

Particulars		Amount (Tk)	Particulars		Amount (Tk)
Properties & Assets			**Fund & Liabilities**		
Non current assets		30709306	Cumulative surplus		90228474
Current Assets		145126122	**Liabilities**		
Loan to beneficiaries	142763340		Current Liabiliites		99608094
Advance	1933867		Members saving	55812422	
Loan to RUPA	18537		Micro Insurance with RF	4334779	
Staff Loan	110378		Provident Fund (PF)	15141437	
Fixed deposit	300000		Loan accounts	0	
Closing Balance		14001140	Loan from HIS	7500000	
Cash in Hand	78575		Accounts receivable/Pay	793918	
Cash at Bank	13922565		Other liabilites	16025538	
Total Properties & Assets		189836568	**Total Fund & Liabilities**		**189836568**

Note: According to Audit Report

বার্ষিক বাজেট ১৩-১৪ঃ

প্রাপ্তির খাত	বাজেট	মোট বাজেটের %
জিএফটিসি, শিক্ষা	৩৫,৭১৭,০৫০	৫.৯৩%
আইজিপি	৪২৯,১৯৬,৯৭৮	৭১.৩৯%
দাতা প্রতিষ্ঠান থেকে প্রাপ্তি	১৩৭,০৫৫,৪০০	২২.৭৬%
	৬০১,৯৬৯,৪২৮	

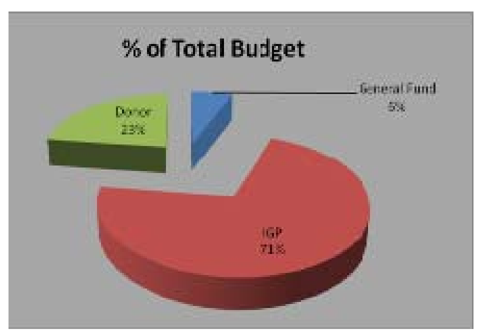

বিগত পাঁচ বছরের মোট প্রাপ্তি ও ব্যয়ের প্রবণতাঃ

অর্থবছর	মোট বাজেট	মোট প্রাপ্তি	মোট ব্যয়
২০০৯-২০১০	৪০৩২৬৭৮৭৪	১০৫৮৪৩৬৬৫	১০৪৭৮৮৫৬৮
২০১০-২০১১	৩৯৮১০৫৭২৫	৮৮২০৫৩৯৭	৮২৩৩১৩৪০
২০১১-২০১২	৫০৪৮৪৮৫৪১	১৬২১৬১৭৭২	১৪০৯৯৯৭২০
২০১২-২০১৩	৫৭৯৩৩৮৭০৪	২১৩৩৮৭৭৯৬	২০৬১৭৬৪৭৩
২০১৩-২০১৪	৬০১৯৬৯৪২৮	২৩১৬৩০৭৪৬	২২৭২৪২৬৭৭

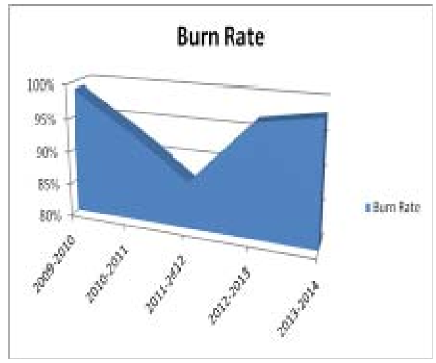

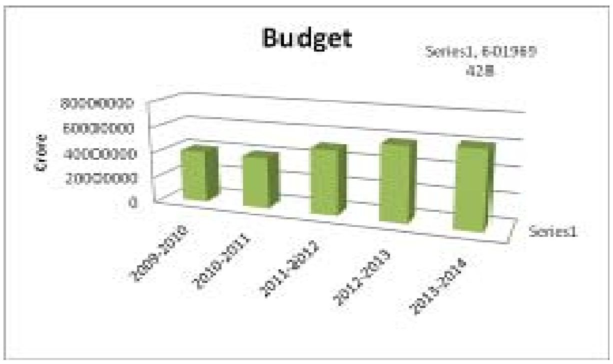

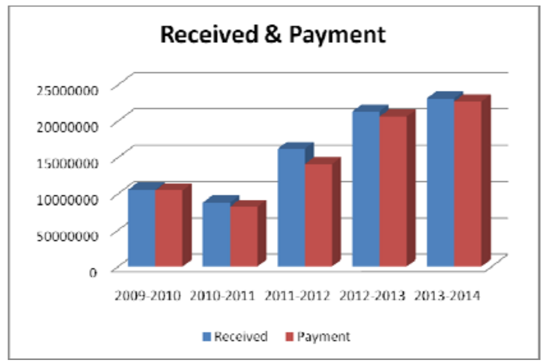

চলতি রেশিওঃ চলতি সম্পদ/চলতি দায়= ১৫৯১২৭২৬২/ ৯৯,৬০৮,০৯৪= ১.৬ঃ১ (১ঃ ২ প্রত্যাশিত) চলতি সম্পদ বেশী রয়েছে এবং বিনিয়োগ করার সুযোগ রয়েছে। সম্পদের রেশিও বেশী থাকা প্রতিষ্ঠানের জন্য ইতিবাচক

সম্পদ ও দেনার রেশিও বিশ্লেষন ঃ

অর্থ বছর	মোট সম্পদ	মোট দেনা	অনুপাত
২০১৩-২০১৪	১৮৯৮৩৬৫৬৮	৯৯,৬০৮,০৯৪	২ঃ১
২০১২-২০১৩	১৬০৭৭৩৭২৭	৭৪,২৪৬,৮২৩	২.২ঃ১
২০১১-২০১২	১৫১,৪৫৩১৯২	৬৭,৮৯০,২৫৮	২.২ঃ১
২০১০-২০১১	১২৪,৯৪১৮৯১	৬০,৯৬৫,৫১০	২ঃ১
২০০৯-২০১০	১৪৫৯২৭৫১৮	৮৫,২৮৬,০৪৭	১.৭ঃ১

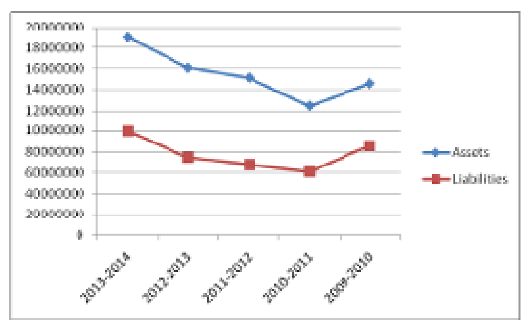

সংস্থার গত ৫ বছরের সম্পদ ও দেনার রেশিও অর্থাৎ মোট সম্পদ ও মোট দেনার রেশিও বিশ্লেষন করে দেখা যায় দেনার চেয়ে সম্পদের পরিমান প্রায় দ্বিগুন যা সংস্থার সক্ষমতা ও স্থায়ীত্বশীলতার নির্দেশক।

উপসংহারঃ

বার্ষিক প্রতিবেদনের প্রত্যেকটি বিষয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ, সংখ্যাগত তথ্য এবং ফলাফল বিশ্লেষনের মাধ্যমে তথ্য ও উপাত্ত উপস্থাপন করা হয়েছে। পাশাপাশি সংস্থার দুর্বলতা, ব্যর্থতা ও ভবিষ্যতের দিক নির্দেশনা সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। প্রতিবেদনের কাঠামো, তথ্য, বিবরণ উপস্থাপনে নতুনত্ব ও ইতিবাচক পরিবর্তন আনার মাধ্যমে সমৃদ্ধ করা হয়েছে যা প্রতিবেদনের মানোন্নয়নের চলমান ধারা ও গতি অব্যহত রাখবে। স্টেকহোল্ডারদের ধরণ ও চাহিদা অনুযায়ী এ বছরই বাংলা ও ইংরেজী ভাষায় বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা হচ্ছে।

সংস্থা পর্যায়ে মনিটরিং ব্যবস্থা আরো বেশী সমৃদ্ধ করা, মানব সম্পদ উন্নয়ন বিভাগ শক্তিশালী করা এবং দুর্বলতা ও ব্যর্থতা কাটিয়ে ওঠার কৌশল সম্পর্কে চিন্তা করার সুযোগ তৈরী হয়েছে। সংস্থার কৌশলগত পরিকল্পনা রিভিউ করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করা হয়েছে। সংস্থার প্রসার লাভের গতি ত্বরান্বিত করার দিকনির্দেশনাসহ চাহিদা ভিত্তিক প্রকল্প চিহ্নিতকরণ, পরিকল্পনা প্রণয়ন, সংস্থার কার্যক্রম বাস্তবায়ন, ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন ও ফান্ড মোবিলাইজেশন বিষয়ে নতুন মাত্রা যোগ করবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

বার্ষিক প্রতিবেদনটি সংস্থার কর্মরত কর্মী, নির্বাহী পরিষদ, সাধারণ পরিষদ, প্রকল্প উপকারভোগী, স্থানীয় প্রশাসন, স্থানীয় সরকার, সুশীল সমাজ, সমমনা সংগঠন, সহযোগী প্রতিষ্ঠান, দাতা প্রতিষ্ঠানসহ সংশ্লিষ্ট সকল স্টেকহোল্ডারদের কর্মসূচী সম্পর্কে সম্যক ধারণা ও সংস্থাকে ভবিষ্যত দিকনির্দেশনা প্রদানে সহায়ক হবে বলে আমরা বিশ্বাস করি।

রেফারেন্সঃ

১. জুলিয়ান ফ্রান্সিস, ফ্রি কনসাল্টটেন্ড, মোবাইল-১৭১১০৭০০১০, ইমেইল- julian@clp-bangladesh.org
২. ডঃ জসিম উদ্দিন, ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর, পিকেএসএফ, মোবাইল- ০১৭১১৮৩৯৪৪৩, ইমেইল-jasim@pksf-bd.org
৩. কাজী কামরুজ্জামান, চেয়ারম্যান- ঢাকা কমিউনিটি হাসপাতাল, মোবাইল- ০১৭১১৫২৯৮৮২
৪. মোঃ হাবিবুর রহমান, ফ্রি কনসালটেন্ড, মোবাইল- ১৭৪২০৯৪৯৪৭, ইমেইল- mhabiburr2003@yahoo.co

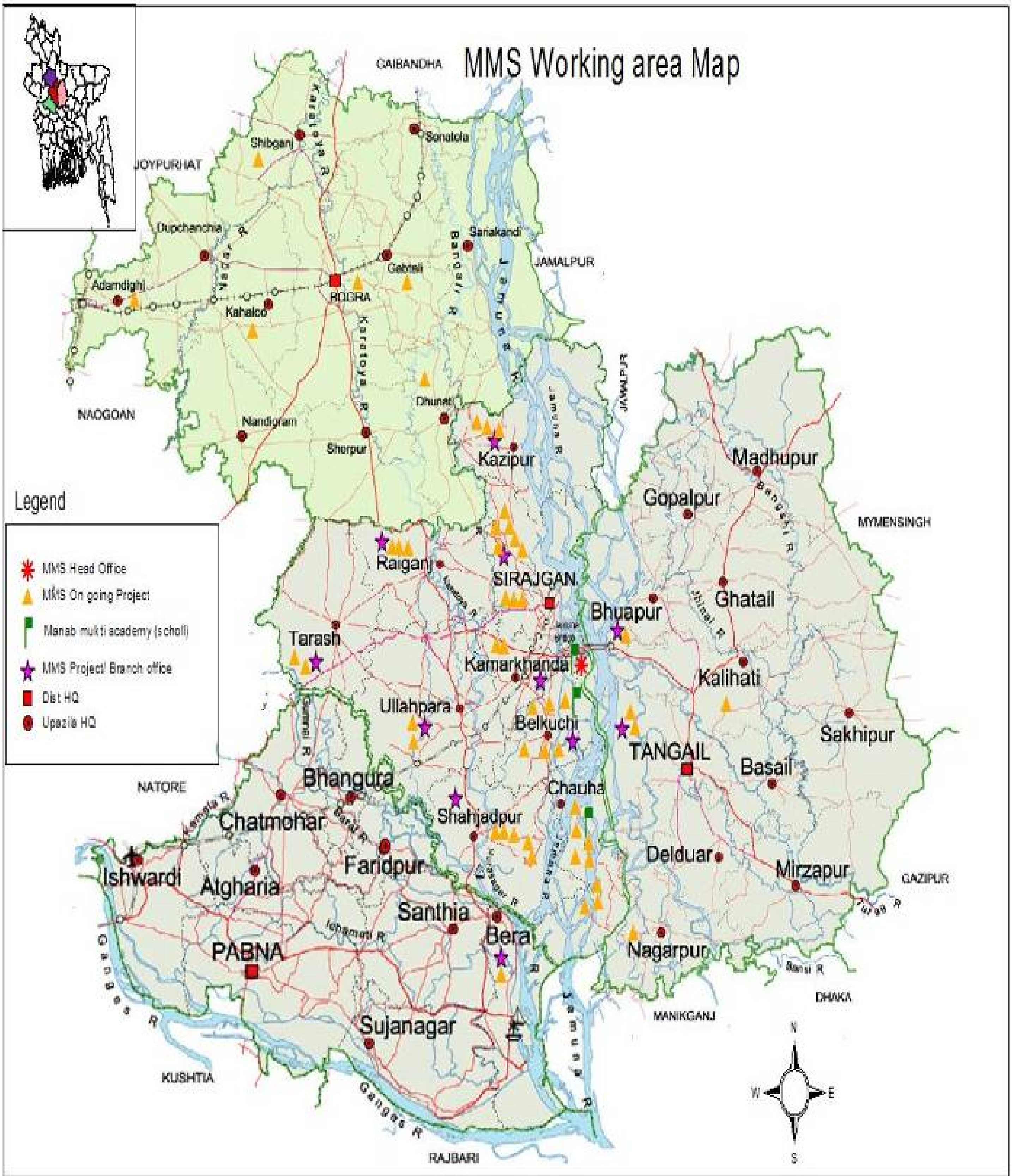
MMS Working area Map
Legend
MMS Head Office
MMS On going Project
Manab mukti academy (scholl)
MMS Project/ Branch office
Dist HQ
Upazila HQ
GAIBANDHA
JOYPURHAT
JAMALPUR
NAOGOAN
MYMENSINGH
NATORE
GAZIPUR
DHAKA
MANIKGANJ
KUSHTIA
RAJBARI
Shibganj
Sonatola
Dupchanchia
Sariakandi
Adamdighi
BOGRA
Gabtali
Kahalco
Dhunat
Nandigram
Sherpur
Kazipur
Madhupur
Gopalpur
Raiganj
SIRAJGANJ
Ghatail
Bhuapur
Tarash
Kamarkhanda
Kalihati
Ullahpara
Belkuchi
Sakhipur
TANGAIL
Basail
Bhangura
Chauha
Chatmohar
Shahjadpur
Ishwardi
Atgharia
Faridpur
Delduar
Mirzapur
Santhia
Bera
Nagarpur
PABNA
Sujanagar
Jamuna R
Karatoya R
Bangali R
Ganges R
N
S
E
W